Islami Ain O Bichar
Vol. 13, Issue 50
April – June, 2017

ইসলামে ব্যভিচারের শাস্তি হিসেবে দেশান্তরের আইনগত অবস্থান একটি তাত্ত্বিক পর্যালোচনা

Exile as the Punishment of Fornication in Islam A Theoretical Analysis

Mohammad Ataullah Khaled*
Md Toha**

ABSTRACT

Fornication is one of the worst grave sins. Along with the despicable punishment for fornication in the hereafter life, Islamic law has strictly formulated severe and exemplary criminal punishment for such offence. Punishment for so committing varies from married to unmarried offenders. For unmarried zani, Islam cites the punishment of one hundred lashes and one year banishment. Of them one hundred lashes has been unanimously agreed as had punishment among the jurists. However with regard to one year banishment they are of different views. In this article, opinions of jurist imams have been discussed concerning the banishment-whether it is had or not. Their textual evidences and related doctrinal points have been critically analyzed. By applying descriptive method, thus, this analysis reveals that the source of so difference is based on the principle of overruling the text. it further demonstrates that though the majority of scholars view it to be had, Imam Abu Hanifa and hanafi scholars see it as tazeer punishment and not a had.

Keywords: hadd, tazeer; fornication; bikr (unmarried man and woman); ziadatun ala al nass (overruling the text).

* Mohammad Ataullah Khaled is a PhD Researcher, Department of Tafsir, Ankara University, Turkey, email:ataullahkhaled@gmail.com
** Md Toha, Masters Student, Department of Islamic Jurisprudence, Marmara University, Turkey, email: tohataohid@gmail.com

সারসংক্ষেপ

ব্যভিচার জঘন্যতম পাপাচারের একটি। সামাজিক জীবনে ব্যভিচারের ক্ষতিকর প্রভাব ও ভয়াবহতার কথা বিবেচনায় রেখে ইসলাম পরকালীন জীবনে ব্যভিচারের জন্য নিকৃষ্ট ও যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির পাশাপাশি ইহকালীন জীবনেও কঠোর ও দৃষ্টান্ত মূলক শাস্তির বিধান প্রণয়ন করেছে। ব্যভিচারীর প্রকারভেদে এর শাস্তিও বিভিন্নতর হয়। অবিবাহিত ব্যভিচারীর জন্য ইসলাম একশত বেত্রাঘাত এবং এক বছরের জন্য দেশান্তরের শাস্তির কথা বলেছে। তন্মধ্যে একশত বেত্রাঘাত হদ্দ (الحد) হিসেবে সাব্যস্ত হবার বিষয়ে উম্মাহ ঐকমত্যে পৌঁছলেও দেশান্তরের বিষয়ে উম্মাহর শীর্ষ ইমামদের মাঝে মতানৈক্য বিদ্যমান। অধিকাংশের মতে এক বছরের জন্য দেশান্তর হদ্দ-এর অন্তর্ভুক্ত তবে এক দল বিশিষ্ট ফাকীহের মতে, বিশেষত ইমাম আবু-হানিফা র. এবং তাঁর অনুসারীগণের মতে দেশান্তর হদ্দ নয় বরং তাযীর (التعزير)। উল্লিখিত মাস'আলায় মতপার্থক্যের মৌলিক উৎসটি দলিল সাব্যস্ত হওয়া বা না হওয়ার উপর নির্ভর করার পরিবর্তে বিদ্যমান দলিল দ্বারা প্রমাণ পেশ করা না করা অর্থাৎ নীতিগত বিষয় 'নাসসের ওপর সংযোজন' (الزيادة على النص)-এর উপর অধিকতর নির্ভরশীল। সার্বিক বিবেচনায় দেশান্তর হদ্দ হিসেবে গণ্য না হওয়াটাই আধিকতর যুক্তিযুক্ত বলে প্রতীয়মান হয়। বক্ষ্যমান প্রবন্ধে অবিবাহিত ব্যভিচারীর ক্ষেত্রে দেশান্তর হদ্দ হওয়া বা না হওয়ার বিষয়ে ইমামদের মতামত উপস্থাপনের পাশাপাশি তাদের উপস্থাপিত দলিল, বিশেষত বর্ণিত মাস'আলা সংশ্লিষ্ট নীতিগত বিষয়টি বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রবন্ধ রচনায় পর্যালোচনা ও বর্ণনামূলক পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। ইসলামী ফিকহের মৌলিক উৎস কুর'আন ও হাদিসের পাশাপাশি বিষয় সংশ্লিষ্ট মৌলিক গ্রন্থাবলি তথ্যসূত্র হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে।

মুলশব্দ: হদ্দ; তাযীর; ব্যভিচার; বিকর (কুমার-কুমারী); যিয়াদাতু আলান্-নাস্ (নাসসের ওপর সংযোজন) ।

ভূমিকা

মহান আল্লাহ ইসলামকে সর্বোৎকৃষ্ট জীবন ব্যবস্থা হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। এ ব্যবস্থা মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, জাতীয়, আন্তর্জাতিক, ইহকালীন ও পরকালীন সর্বক্ষেত্রে কল্যাণ ও সফলতা নিশ্চিত করে। ইসলাম যেসব বিধি-বিধানের ওপর অত্যন্ত বেশি গুরুত্ব প্রদান করে তার মধ্যে ব্যভিচারের বিধান অন্যতম। কেননা, এটি জঘন্যতম পাপাচারের একটি। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

﴿وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلا﴾

"আর ব্যভিচারের কাছেও যেয়ো না। নিশ্চয় এটা অশ্লীল কাজ এবং মন্দ পথ" (Al-Qurān,17:32)।

ব্যভিচার কবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত। আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'উদ রা. বলেন:

سألت رسول الله صلى الله عليه سلم أى الذنب أعظم؟ قال: "ان تجعل لله ندا وهو خلقك"، قال: قلت ثم اى؟ قال: "ان تقتل ولدك مخافة ان يطعم معك، قال: قلت ثم اي؟ قال: " ان تزني حليلة جارك"

"আমি রাসূলুল্লাহ স. কে প্রশ্ন করেছিলাম, আল্লাহর কাছে সবচেয়ে বড় পাপ কি? তিনি বললেন, আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা অথচ তিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। আমি বললাম, তারপর কি? তিনি তাকে বললেন, তোমার সন্তান তোমার সাথে আহারে অংশ নিবে এ আশংকায় হত্যা করা। আমি বললাম, এরপর কি? তিনি বললেন, তোমার প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া" (Al-Bukhārī 2002, 4477)।

ব্যভিচারীর জন্য পরকালে রয়েছে ভয়াবহ শাস্তি। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ অত্যন্ত কঠোরভাবে সতর্ক করেছেন। তিনি বলেন:

﴿وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا﴾

"এবং যারা আল্লাহর সাথে অন্য উপাস্যের ইবাদত করে না, আল্লাহ যার হত্যা অবৈধ করেছেন, সঙ্গত কারণ ব্যতীত তাকে হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না। যারা এ কাজ করে, তারা শাস্তির সম্মুখীন হবে। কিয়ামতের দিন তাদের শাস্তি দ্বিগুণ হবে এবং তথায় লাঞ্ছিত অবস্থায় চিরকাল বসবাস করবে" (Al-Qurān, 25:68-69)।

হাদীসেও ব্যভিচারীর শাস্তির ভয়াবহতা বর্ণিত হয়েছে। সামুরা বিন জুনদুব রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন:

إنه أتاني الليلة آتيان وإنهما ابتعثاني وإنهما قالا لي انطلق وإني انطلقت معهما...فأتينا على مثل التنور قال فأحسب أنه كان يقول فإذا فيه لغط وأصوات قال فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عراة وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا قال قلت لهما ما هؤلاء...وأما الرجال والنساء العراة الذين في مثل بناء التنور فإنهم الزناة والزواني

"জিবরাঈল ও মীকাঈল (আলাইহিমাস সালাম) আমার কাছে এসে আমাকে জাগিয়ে দিলেন এবং আমাকে বললেন, চলুন, আমি তাদের সাথে চলতে শুরু করলাম। এক পর্যায়ে আমরা বড় একটা চুল্লির কাছে এসে পৌঁছলাম। সে চুল্লির ভেতরে প্রচণ্ড শোরগোল ও চিৎকার শোনা যাচ্ছিল। আমরা চুল্লিটার ভেতরে দেখতে পেলাম উলংগ নারী ও পুরুষদেরকে। তাদের নিচ থেকে কিছুক্ষণ পর পর এক একটা

আগুনের হলকা আসছিল আর তার সাথে সাথে আগুনের তীব্র দহনে তারা প্রচণ্ডভাবে চিৎকার করছিল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এরা কারা?... এরা ব্যভিচারী নারী ও পুরুষ" (Al-Bukhārī 2002, 7047)।

পরকালীন জীবনে সফলতা নিশ্চিত করতে ব্যভিচার নামক পাপাচার হতে দূরে থাকা যেমন অপরিহার্য, পার্থিব জীবনকে সুশৃঙ্খল আর কল্যাণময় করতে, সমাজকে কলুষ মুক্ত রাখতে, আমাদের প্রজন্মকে পবিত্র রাখতেও তেমনি এর গুরুত্ব সীমাহীন। ব্যভিচার ইসলামী শরীয়ার মৌলিক পাঁচটি মাকাসিদ[১]-এর অন্যতম 'বংশ পরম্পরা' রক্ষা করার জন্য হুমকিস্বরূপ। যে সকল সমাজ ব্যবস্থা ব্যভিচারের বৈধতা দিয়েছে তাদের প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যায়, তাদের পারিবারিক ব্যবস্থা ভেঙে গেছে, চারিত্রিক গুণাবলি নষ্ট হয়ে গেছে, মানুষ জীবনের অর্থ হারিয়ে ফেলেছে, মানসিক ভারসাম্যহীনতা চরমভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। সবচেয়ে বড়কথা, মানব সভ্যতা আজ হুমকির মুখে নিপতিত হয়েছে। মানব সভ্যতার ধারা অব্যাহত রাখার প্রধান উপায় হচ্ছে নতুন প্রজন্ম গঠন। এর জন্য চাই পরিবার ব্যবস্থা। কিন্তু ব্যভিচার সহজলভ্য হয়ে যাওয়ায় মানুষ পরিবার ব্যবস্থার প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলছে। মানব সমাজের জন্য ভয়ঙ্কর হুমকি এই জঘন্য পাপাচারের কদর্যতার কথা বিবেচনায় রেখেই ইসলাম এ বিষয়ে অত্যন্ত কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। পশ্চিমা সভ্যতা যদিও ব্যক্তি অধিকার ও গণতন্ত্রের নামে ব্যভিচারের বিষয়ে ইসলামের কঠোরতার সমালোচনায় লিপ্ত, কিন্তু বিবেকবান মাত্রই ব্যভিচারের কদর্যতা ও সামাজিক শৃঙ্খলার প্রতি এর হুমকির কথা বিবেচনা করে মেনে নিতে বাধ্য যে, ইসলামী শরীয়াহই ব্যভিচারের বিরুদ্ধে প্রকৃত পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

ইসলামী শরীয়াহ ব্যভিচারীদেরকে দুটি ভাগে বিভক্ত করেছে, বিবাহিত ও অবিবাহিত। বিবাহিতদের জন্য পাথর নিক্ষেপের মাধ্যমে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার শাস্তি বিধান করা হয়েছে। যদিও কোন কোন উৎসে পাথর নিক্ষেপের পূর্বে একশত বেত্রাঘাতের কথা উল্লেখ করা হয় (Muslim ND, 4509)[২],তবে সাহাবী-তাবিয়ীগণের আমল ও উম্মাহর শীর্ষ ইমামদের ঐকমত্যের ভিত্তিতে বিবাহিতের জন্য পাথর নিক্ষেপে হত্যাই একমাত্র শাস্তি হিসেবে সাব্যস্ত।

পক্ষান্তরে অবিবাহিতের জন্য রয়েছে একশত বেত্রাঘাত এবং এক বছরের জন্য দেশান্তর। একশত বেত্রাঘাতের বিষয় উম্মাহ ঐকমত্যে পৌছলেও দেশান্তরের বিষয়ে উম্মাহর শীর্ষ ইমামদের মাঝে মতানৈক্য বিদ্যমান। অধিকাংশের মতে, এক বছরের

১. তথা মানুষের বুদ্ধি-বিবেক, বংশ পরম্পরা, জান, মাল ও দীন রক্ষা করা।

২. خذوا عني خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا ، البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة والثيب بالثيب جلد مائة والرجم

জন্য দেশান্তর হদ্দ-এর অন্তর্ভুক্ত। আবার কেউ কেউ, বিশেষত ইমাম আবু হানিফা র. এবং তার অনুসারীদের মতে, দেশান্তর হদ্দ নয় বরং তাযীর। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে ইসলামী শরীয়ায় অবিবাহিত ব্যভিচারী-ব্যভিচারিণীর জন্য একশত বেত্রাঘাতের পাশাপাশি এক বছরের জন্য দেশান্তর করা হদ্দ-এর অন্তর্ভুক্ত কি না, সে বিষয়ে একটি প্রামাণ্য আলোচনা উপস্থাপনের প্রয়াস নেয়া হয়েছে।

প্রবন্ধের সাথে সম্পর্কিত কিছু পরিভাষা

হদ্দ /الحد

হদ্দ (الحد), শব্দটি একবচন, বহুবচনে হুদুদ (حدود), আāভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে শব্দটি দুটি বস্তুর একটি অপরটির সাথে মিশে না যায়- এমন পার্থক্য করা অর্থে ব্যবহৃত হয়। শব্দটি বিশেষ্য হিসেবে ব্যবহৃত হলে কোন কিছুর শেষ সীমা বুঝায়। অন্য দিকে আল্লাহর সীমা (হুদুদুল্লাহ) বলতে আল্লাহ নির্ধারিত হালাল-হারামকে বুঝায়। যেমন আল্লাহর বাণী:

﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا ﴾

"এই হল আল্লাহ্ কর্তৃক বেঁধে দেয়া সীমানা। অতএব, এর কাছেও যেও না" (Al-Qurān, 2:187)।

এসব হালাল-হারামকে 'হদ্দ' নামে নামকরণ করার কারণ, এগুলো হল আল্লাহ নির্ধারিত সীমা, যা অতিক্রম করা নিষেধ। ব্যভিচার, ব্যভিচারের অপবাদ, চুরি, মদ্যপান ইতাদি অপরাধে নির্ধারিত শাস্তিকে 'হদ্দ' নামকরণের হেতু; যেহেতু এসব শাস্তি ঐসব অপরাধে জড়িত হওয়া থেকে বাঁধা প্রধান করে (Ibn Manjūr, ND, 3/140)।

পরিভাষায়, ইমামুল-হারামাইন আল-জুওয়াইনী র. (৪১৯-৪৭৮হি) এর মতে:

وهو اسم للعقوبة المقامة على مستوجبها

"হদ্দ ঐ শাস্তির নাম, যা যেভাবে ধার্য হয়েছে সেভাবেই বাস্তবায়ন আবশ্যক হয় (Imām al-Haramain 2008, 17/177)।"

ইমাম সারাখ্সী র. (মৃ. ৪৮২হি) আরেকটু বিস্তারিতভাবে বলেছেন,

وفي الشرع الحد اسم لعقوبة مقدرة تجب حقا لله تعالى ولهذا لا يسمى به التعزير لأنه غير مقدر ولا يسمي به القصاص لأنه حق العباد.

"হদ্দ নির্ধারিত ঐ শাস্তির নাম, যা আল্লাহর হক্ব হিসেবে প্রণীত হয়েছে। অতএব, তাকে তাযীর নামকরণ করা হবে না, কেননা তাযীর নির্ধারিত নয়। আবার কিসাস নামেও নামকরণ করা হবে না, কেননা তা সৃষ্টির হক্ব" (Al-Sarakhsī 2000, 9/30)।

তাযীর/ التعزير

তাযীর বা التعزير শব্দটি আরবী عزر- يعزر ক্রিয়ার মূল, যা শিষ্টাচার শিক্ষাদান (تأديب) অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন কেউ বলল-عزرتُ فلانا অর্থাৎ আমি অমুককে শিষ্টাচার শিক্ষা দিয়েছি। একারণেই হদ্দ বহির্ভূত শাস্তিসমূহকে তাযীর বলা হয়, কেননা, এর মূল উদ্দেশ্য শিষ্টাচার শিক্ষাদান (Ibn Manjūr, ND, 4/561)।

ইসলামী শরীয়াতের পরিভাষায় তাযীর-এর সংজ্ঞায় ইবনুল হুমাম র. (মৃ. ৮৬১হি) বলেন:

والتعزير تأديب دون الحد

"হদ্দ ব্যতীত যে শাস্তির মাধ্যমে শিষ্টাচার শিক্ষাদান করা হয় ভাই তাযীর" (Ibn al-Humām ND, 5/345)।

ইবনে ফারহুন র. (মৃ. ৭৯৩হি) এবং মুহাম্মাদ আল-খতীব আশ-শারবীনী র. (মৃ. ৯৯৭ হি:) 'হদ্দ এবং কাফফারার বিধান না থাকা অপরাধের ক্ষেত্রে' প্রদেয় শাস্তিকে তাযীর বলেছেন (Ibn Farhūn 1301H, 2/200; al-Sharbīnī 1997, 4/252)।

হদ্দ ও তাযীর-এর মধ্যকার পার্থক্য

হদ্দ এবং তাযীর-এর সংজ্ঞা থেকে স্পষ্ট হয়েছে, হদ্দ ইসলাম নির্ধারিত ঐ শাস্তি, বিচারক যার কোন পরিবর্তন পরিবর্ধনের ক্ষমতা রাখেন না, পক্ষান্তরে তাযীর এর ক্ষেত্রে ইমাম বা বিচারক অবস্থার চাহিদা অনুযায়ী শাস্তির নির্দেশ দিয়ে থাকেন। হদ্দ এবং তাযীর এর মধ্যে প্রধান পার্থক্য এটি। এ ছাড়াও উভয়ের মধ্যে আরও পার্থক্য রয়েছে। আল্লামা ইবনে আবিদীন র. (১১৯৮-১২৫২হি) তাঁর রদ্দুল মুহতার'এ (Ibn 'Ābidīn 1992, 4/60-61) উল্লেখ করেন,

** সন্দেহের সৃষ্টি হলে হদ্দ বাস্তবায়ন করা হবে না, পক্ষান্তরে তাযীর সন্দেহের সাথেও বাস্তবায়িত হতে পারে।

** অপ্রাপ্ত বয়স্কের উপর হদ্দ কার্যকর হয় না, তবে তাকে শিক্ষা দেয়ার উদ্দেশ্যে তার উপর তাযীর কার্যকর করা যায়।

** কোন মুসলিম দেশের অমুসলিম নাগরিকের উপর কার্যকরী হদ্দকে 'হদ্দ' নামেই নামকরণ করা হবে। পক্ষান্তরে তার উপর বাস্তবায়িত তাযীর 'উকুবাহ' বা দণ্ড বলে অভিহিত হবে। কেননা তাযীর-এর উদ্দেশ্য হচ্ছে মু'মিন ব্যক্তিকে পবিত্র করা।

** হদ্দ শুধুমাত্র বিচারকই বাস্তবায়নের ক্ষমতা রাখেন। পক্ষান্তরে মালিক (দাসদাসীর ক্ষেত্রে) এবং স্বামী (স্ত্রীর ক্ষেত্রে) তাযীর বাস্তবায়নের ক্ষমতা রাখেন।

** হদ্দ-এর ক্ষেত্রে কারও শাফা'আত বা সুপারিশ গ্রহণযোগ্য নয়, তাযীর-এর ক্ষেত্রে কোন কোন সময় তা প্রযোজ্য হতে পারে।

** হদ্দ-এর ক্ষেত্রে (অপরাধ প্রমাণিত হয়ে গেলে শাস্তি প্রদান থেকে) বিরত থাকার অধিকার বিচারকের নেই, যা তাযীর-এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।"

ব্যভিচার /زنى

ব্যভিচার (زنى), আরবি যিনা শব্দটি শেষাক্ষর হ্রস্ব এবং দীর্ঘস্বর (زنى এবং زنا) উভয়ভাবেই পঠিত হয় (Ibn Manjūr, ND, 14/359)। এটি একটি ক্রিয়ামূল। যার অর্থ বিবাহ ব্যতিরেকে কোন নারীর সাথে সহবাস করা (Al-Wasīt, ND, 1/403)।

হানাফী মাযহাবে বিশুদ্ধ বৈবাহিক বন্ধন কিংবা সন্দেহজনিত বৈবাহিক সম্পর্ক ছাড়া বালেগ ও সুস্থ বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন দুজন নারী-পুরুষের পারস্পরিক সম্মতিতে নারীর সামনের যৌনাঙ্গ দিয়ে পুরুষের সঙ্গমক্রিয়াকে 'যিনা' বলা হয়। এ মাযহাব মতে, যদি কোন নাবালেগ কিংবা বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী কারো সাথে সহবাস করে, অথবা কাউকে যদি তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে যৌন ক্রিয়ায় বাধ্য করা হয়, অথবা কেউ যদি মৃত কিংবা পশুর সঙ্গে সঙ্গম করে, অথবা কেউ যদি দারুল-হারবে এ বর্ণিত অপরাধ করে তবে এমন অবস্থায় শরয়ী অর্থে সেটি ব্যভিচার বলা হলেও অপরাধী হদ্দ-এর জন্য উপযুক্ত হবে না (Ibn Nujaym 1996, 5/3-6)।

ইমাম মালিক র.-এর অনুসারীদের মধ্যে মানুষের সাথে, যোনি পথে, ইসলামী ভূখণ্ডে এবং জীবিতের সাথে হওয়াকে শর্তারোপ করার বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন মতামত রয়েছে (Al-Qarāfī 2006, 12/48-50)।

ইমাম শাফি'য়ী-এর অনুসারীগণ ব্যভিচারকে "সন্দেহাতীতভাবে ব্যক্তির জন্য বৈধ নয়-এমন যৌনাঙ্গে ইচ্ছাকৃতভাবে পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগ প্রবেশ করানো" শব্দ দ্বারা সংজ্ঞায়িত করেছেন (Al-Mawsūah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah 2012, 24/18)।

বিক্‌র (البكر) কুমার/কুমারী

আরবী বিক্‌র (البكر) শব্দটি গঠনগতভাবে একাধিক অর্থ প্রকাশ করে। যেমন :

১. সবকিছুরই প্রথম, ব্যক্তির প্রথম সন্তান, চাই ছেলে হোক কিংবা মেয়ে;
২. মাত্র একবার সন্তান জন্মদানকারিণী মহিলা;
৩. ঐ মহিলা যার সাথে কোন পুরুষের মিলন হয়নি এবং ঐ পুরুষ যার সাথে কোন মহিলার মিলন হয়নি (Ibn Manjūr, ND, 4/67)।

ফিকহের ইমামগণ বিক্‌র (البكر) 'কুমারিত্ব'কে বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন। তবে সহজভাবে বলতে গেলে 'বিকর' দ্বারা এমন নারীকে বোঝানো হয়, যার মধ্যে

'মুহসানাহ' (সতীসাধ্বী) নারীর বৈশিষ্ট্যাবলি পাওয়া যায় না। ফকীহগণের দৃষ্টিতে 'মুহসানাহ' হিসেবে গণ্য হওয়ার শর্তাবলি সংক্ষিপ্তাকারে নিম্নে উপস্থাপন করা হল:

১. **প্রাপ্তবয়স্ক ও বুদ্ধিসম্পন্ন হওয়া:** এ দুটি হদ্দ সাব্যস্ত হওয়ার জন্য অনিবায শর্ত। এ ব্যাপারে 'আলিমগণের মধ্যে কোনো দ্বিমত নেই। অধিকাংশ আলিমের মতে, মুহসানাহ হিসেবে পরিগণিত হবার জন্যও এ অবস্থাদুটি শর্ত। অবশ্য হানাফীগণ এ বিষয়ে ভিন্ন মত পোষণ করেন। অতএব. কেউ যদি অপ্রাপ্তবয়স্ক অবস্থায় যৌনমিলন করে, অতঃপর প্রাপ্তবয়স্ক হবার পর ব্যভিচারে লিপ্ত হয় জুমহুর বা অধিকাংশের মতে সে বিবাহিতের হদ্দের উপযুক্ত হবে না বরং অবিবাহিতের হদ্দে দণ্ডিত হবে। কিন্তু ইমাম আবু-হানিফা র.-এর অনুসারীদের মতে সেও বিবাহিতের হদ্দে দণ্ডিত হবে।

২. **স্বাধীন হওয়া:** সুতরাং বিবাহিত দাস-দাসীর জন্য পাথর নিক্ষেপে মৃত্যুদণ্ডের বিধান নেই।

৩. **শুদ্ধ বিবাহ বন্ধনের মাধ্যমে হালাল পন্থায় যৌনমিলন হওয়া:** সুতরাং যদি বিবাহ বন্ধনটি শুদ্ধ না হয়, অথবা যৌনমিলন যদি হালাল পন্থায় না হয়, যেমন-যোনিপথ ছাড়া অন্য কোন পথে হওয়া, ঋতুস্রাব অবস্থায় যৌনমিলন হওয়া কিংবা হজ্জের ইহরাম-এ থাকা অবস্থায় যৌনমিলন হওয়া ইত্যাদি, তবে সে মুহসানাহ হিসেবে গণ্য হবে না।

৪. **ইসলাম:** ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম মালিক র. এর মতে, এক্ষেত্রে ইসলাম শর্তারোপ করা হলেও ইমাম শাফি'য়ী, আহমাদ-বিন-হাম্বাল ও ইমাম আবু-ইউসুফ র. প্রমুখের মতে ইসলাম শর্ত নয়। পক্ষান্তরে আহলে-কিতাব হলে ইমাম আবু হানিফা র. মুহসানাহ হিসেবে গণ্য করেননি; কিন্তু ইমাম মালিক র. বিবাহিত হিসেবে গণ্য হবার মত প্রকাশ করেছেন।

৫. **উভয় পক্ষের মধ্যে বর্ণিত শর্তাবলি বিদ্যমান থাকা:** অর্থাৎ পক্ষদ্বয়ের একজন যদি সুস্থ মস্তিষ্কের অধিকারী এবং অন্যজন বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী হয়, অথবা একজন প্রাপ্তবয়স্ক এবং অন্যজন অপ্রাপ্তবয়স্ক হয় অথবা একজন মুসলিম এবং অন্যজন অমুসলিম হয়, তবে এর দ্বারা মুহসানাহ হিসেবে গণ্য হবে না। জুমহুর বা অধিকাংশের মতে এটি শর্ত হলেও ইমাম মালিক র.-এর মতে উভয়পক্ষের মাঝে বর্ণিত শর্তাবলি বিদ্যমান থাকা জরুরী নয় (Al-Sarakhsī 2000, 9/36-38; Ibn Qudāmah 1997, 12/322; al-Mardawi 1955, 10/71)।

অতএব, কারো মাঝে যদি উপরে বর্ণিত পাঁচটি শর্ত অনুপস্থিত থাকে, তবে সে 'কুমারী' হিসেবে গণ্য হবে।

দেশান্তর/تغريب

দেশান্তর (تغريب) শব্দটি আরবী غَرَبَ يُغَرِبُ ক্রিয়ার মূল। এর অর্থ কাউকে বিতাড়িত করা (Ibn Manjūr, ND, 1/637)। শব্দটি দূরে চলে যাওয়া অর্থে অকর্মক ক্রিয়া হিসেবেও ব্যবহৃত হয় (Al-Munjid, 2005, 547)। ইসলামী শরীয়ায় কাউকে তার আপন শহর থেকে বিতাড়িত করা অর্থে ব্যবহৃত হয়।

تغريب শব্দটি হাদীসে পাওয়া যায়। তবে কুরআনে বর্ণিত نفي শব্দটি[৩] ইমাম মালিক ও ইমাম শাফি'য়ী রহ.-এর মতে تغريب শব্দের সমার্থবোধক। পক্ষান্তরে ইমাম আবু হানিফা র.-এর মতে, এটি কারাগারে বন্দী করা অর্থ বুঝায় (Al-Mawsūah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah 2012, 13/48)।

ব্যভিচারের ইহকালীন দণ্ড

পরকালীন জীবনে ব্যভিচারের জন্য ভয়াবহ শাস্তির পাশাপাশি মহান আল্লাহ ইহকালীন জীবনেও এই গর্হিত পাপাচারের জন্য কঠোর শাস্তির বিধান রেখেছেন। ব্যভিচারী-ব্যভিচারিণীর প্রকার ভেদে ইসলামী শরীয়ায় ব্যভিচারের শাস্তি বিভিন্ন প্রকারের হয়ে থাকে। যথাঃ

১. বিবাহিত স্বাধীন ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণী: উভয়ের জন্য পাথর নিক্ষেপে হত্যার বিধান রাখা হয়েছে। যদিও পাথর নিক্ষেপের পূর্বে একশত বেত্রাঘাতের বর্ণনাও পাওয়া যায়, তবে সালফে সালেহিনের আমল, মুসলিম উম্মাহর শীর্ষ ইমামগণের ঐকমত্যের ভিত্তিতে বিবাহিত স্বাধীন ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণীর জন্য পাথর নিক্ষেপে হত্যাই একমাত্র শাস্তি হিসেবে সাব্যস্ত হয়েছে (Al-Sābūnī 2007, 2/16-17)।

২. অবিবাহিত স্বাধীন ব্যভিচারী: একশত বেত্রাঘাত। পাশাপাশি জুমহুর বা অধিকাংশ ইমামের দৃষ্টিতে ১ বছরের জন্য দেশান্তরের বিধান রাখা হয়েছে। তবে ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর অনুসারীদের মতে, অবিবাহিত স্বাধীন ব্যভিচারী-ব্যভিচারিণী উভয়ের জন্য দেশান্তর হদ্দ-এর অন্তর্ভুক্ত নয়।

[৩] আল্লাহর বাণী: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ "যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালায় এবং সর্বশক্তি দিয়ে চেষ্টা করে পৃথিবীতে ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের প্রসারের জন্য, তাদের শাস্তি হচ্ছে তাদের হত্যা করা হবে অথবা গুলি বিদ্ধ করা হবে, অথবা বিপরীত দিক থেকে তাদের হাত ও পা কেটে ফেলা হবে কিংবা তাদের দেশ থেকে নির্বাসিত করা হবে। পৃথিবীতে এটাই হবে তাদের লাঞ্ছনা এবং পরকালে তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি (Al-Qur'an, 5:33)।"

৩. অবিবাহিত স্বাধীন ব্যভিচারিণী: ইমাম শাফি'য়ী ও ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল র.-এর মতে এরাও এক বছরের জন্য দেশান্তরিত হবে। পক্ষান্তরে ইমাম মালিক র. অবিবাহিত স্বাধীন ব্যভিচারিণীর জন্য দেশান্তর হদ্দ না হওয়ার পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন।

প্রবন্ধে ২য় ও ৩য় প্রকার অপরাধীদের ক্ষেত্রে দেশান্তর হদ্দ হিসেবে গণ্য হওয়া বা না হওয়ার বিষয়ে মুসলিম উম্মাহর শীর্ষ ইমামগণের মতামত, উপস্থাপিত দলিল ও যুক্তিসমূহ বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা হয়েছে।

অবিবাহিত স্বাধীন ব্যভিচারীর শাস্তি

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, ইসলাম বিবাহিত ব্যভিচারী-ব্যভিচারিণী ও অবিবাহিত ব্যভিচারী-ব্যভিচারিণীর শাস্তির মধ্যে পার্থক্য করেছে। দ্বিতীয় প্রকার অপরাধের তুলনায় প্রথম প্রকার অপরাধীদের জন্য কঠোরতর শাস্তির বিধান করা হয়েছে। কেননা, বিবাহের পর এমন পাপাচারে লিপ্ত হওয়া স্পষ্ট সীমালঙ্ঘন। তাছাড়া বিবাহ-পরবর্তী ব্যভিচার ব্যক্তির পারিবারিক ও সামাজিক মর্যাদায় আঘাত করা, তার প্রজন্মকে কলুষিত করা, তার ব্যক্তি অধিকারে অনধিকার চর্চা করার মত জঘন্য ও ভয়াবহ অপরাধে লিপ্ত হওয়ার শামিল। তাই অবিবাহিতদের জন্য একশ বেত্রাঘাতের বিপরীতে বিবাহিতদের জন্য পাথর নিক্ষেপে হত্যার বিধান করা হয়েছে।

অবিবাহিত ব্যভিচারী-ব্যভিচারিণীর শাস্তি সম্পর্কে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন:

﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾

"ব্যভিচারিণী নারী ও ব্যভিচারী পুরুষ; তাদের প্রত্যেককে একশত করে কশাঘাত কর। আল্লাহর বিধান কার্যকর করণে তাদের প্রতি যেন তোমাদের মনে দয়ার উদ্রেক না হয়; যদি তোমরা আল্লাহর প্রতি ও পরকালের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে থাক। মুসলমানদের একটি দল যেন তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে (Al-Qurān, 24:2)।"

উল্লিখিত আয়াত ইসলামে ব্যভিচারের দণ্ড বিধানের মূল উৎস। আয়াতে মহান আল্লাহ সরাসরি বিবাহিত-অবিবাহিত ব্যভিচারী-ব্যভিচারিণীর মধ্যে কোন পার্থক্য করেননি। কিন্তু আহলে সুন্নাত-এর অনুসারী সকল মুফাসসির ও ফকীহ বর্ণিত আয়াতকে অবিবাহিত ব্যভিচারী-ব্যভিচারিণীর জন্য নির্ধারিত হওয়ার পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন। ইমাম তাবারী র. (মৃ. ৩১০হি) আয়াতে বর্ণিত ব্যভিচারী-ব্যভিচারিণীর পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন "এবং সে স্বাধীন ও অবিবাহিত" (Al-Tabarī 1984, 18/66)। ইমাম ইবনে কাসীর র. (৭০১-৭৭৪ হি)-এর ভাষায় "আর যদি (ব্যভিচারী-ব্যভিচারিণী) অবিবাহিত হয়, তবে তার হদ্দ বেত্রাঘাত, যেভাবে আয়াতে (বর্ণিত) রয়েছে" (Ibn Kathīr 2000, 10/159)।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'য়াত এর অনুসারী আলিমগণ তিলাওয়াত রহিত; তবে বিধান কার্যকর-এ জাতীয় একটি আয়াতকে বিবাহিত ব্যভিচারী-ব্যভিচারিণীর জন্য দণ্ড বিধানের উৎস হিসেবে গ্রহণ করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন :

الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً من الله والله عزيز حكيم

"বিবাহিত পুরুষ ও মহিলা যখন ব্যভিচার করে তখন তোমরা তাদেরকে অবশ্যই পাথর মেরে হত্যা করবে। এটিই আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে তাদের জন্য শাস্তি এবং আল্লাহ তাআলা পরাক্রমশালী ও সুকৌশলী।"

এছাড়া রাসূলুল্লাহ স. এবং খুলাফায়ে রাশেদীনের আমল ও প্রথম যুগের সাহাবা, তাবিঈন এবং তাবা' তাবিঈনের ঐকমত্যের ওপর ভিত্তি করে তারা সূরা নূরে বর্ণিত আয়াতকে অবিবাহিত ব্যভিচারী-ব্যভিচারিণীর জন্য নির্ধারিত হওয়া এবং বিবাহিত ব্যভিচারী-ব্যভিচারিণীর জন্য পাথর নিক্ষেপে হত্যার মত প্রকাশ করেছেন। আল্লামা ইবনে কাসীর র. তাঁর তাফসীরে রজম বা পাথর নিক্ষেপে হত্যার বিষয়ে একাধিক বর্ণনা উল্লেখ করেছেন (Lāhem 2014, 7/7-35; Sabuni 2007, 2/13-17; Ibn Kathīr 2000, 10/159)।

সূরা নূর-এ উল্লিখিত আয়াতে বর্ণিত একশ বেত্রাঘাতের পাশাপাশি হাদীসে অবিবাহিত ব্যভিচারী-ব্যভিচারিণীর জন্য এক বছরের জন্য দেশান্তরের বর্ণনা পাওয়া যায়। উবাদাহ বিন সামিত রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন:

"خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم بالحجارة"

অর্থাৎ "তোমরা আমার কাছ থেকে (ব্যভিচারের বিধান) গ্রহণ কর! তোমরা আমার কাছ থেকে (ব্যভিচারের বিধান) গ্রহণ কর!! আল্লাহ তাদের জন্য বিধান দিয়েছেন। অবিবাহিত পুরুষ অবিবাহিত মহিলার সাথে (ব্যভিচার করলে তার শাস্তি) একশত বেত্রাঘাত এবং একবছরের জন্য দেশান্তর। পক্ষান্তরে বিবাহিত পুরুষ বিবাহিত মহিলার সাথে (ব্যভিচার করলে তার শাস্তি) একশ বেত্রাঘাত এবং প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদণ্ড (Muslim, 1690; Abū Dāūd 2010, 4415; Ibn Mājah 1998, 2550)।"

অবিবাহিত স্বাধীন ব্যভিচারীর জন্য দেশান্তর কি হদ্দ, নাকি তাযীর ?

উল্লিখিত আয়াত এবং হাদীসের আলোকে অবিবাহিত ব্যভিচারী-ব্যভিচারিণীর জন্য দুটি শাস্তি তথা একশত বেত্রাঘাত এবং এক বছরের জন্য দেশান্তরিত হবার কথা প্রমাণিত হয়। জুমহুর ইমামগণ আয়াত ও হাদীসের সমন্বয়ে একশত বেত্রাঘাত এবং এক বছরের জন্য দেশান্তরকে হদ্দ হবার দাবি করেছেন। পক্ষান্তরে ইমাম আবু হানিফা র. আয়াতে বর্ণিত একশত বেত্রাঘাতকে হদ্দ এবং দেশান্তরকে তাযীর হবার মত প্রকাশ করেছেন।

জুমহুরের মতামত ও তাদের উপস্থাপিত দলিল

জুমহুরের মধ্যে উবাই বিন কা'ব, ইবনে মাস'উদ ও আব্দুল্লাহ ইবনে উমার রা. সহ 'আতা বিন আবী-রাবাহ, তাউস ইবনু কাইসান, সুফিয়ান আস-সাওরী, ইবনু-আবী-লাইলাহ, ইমাম শাফি'য়ী, ইসহাক বিন রাহওইয়া, ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল, ইমাম মালিক এবং আওযা'য়ী র. প্রমুখ উপরিউক্ত মতামত পেশ করেছেন (Sa'i 2008, 2/856)।

ইমাম সাহনুন র.-এর সূত্রে ইমাম মালিক র. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন:

لا ينفى إلا زان أو محارب، ويسجنان جميعا في الموضع الذي ينفيان إليه، يحبس الزاني سنة والمحارب حتى تعرف له توبة.

"ব্যভিচারী কিংবা ডাকাত ব্যতীত কাউকে দেশান্তর করা যাবে না। তাদের উভয়কেই নির্বাসিত স্থানে কারাবন্দী করা হবে। ব্যভিচারীকে এক বছরের জন্য কারাবন্দী করে রাখা হবে আর ডাকাতকে কারাবন্দী করে রাখা হবে, যে যাবত না সে তওবা করেছে তা জানা যাবে" (Al-Tanūkhī 1324H, 16/37)।

ইমাম খলীল র. (মৃ. ৭৭৬হি) ইমাম মালিক র. -এর মতের প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করে বলেন:

"শুধুমাত্র স্বাধীন ব্যভিচারীই এক বৎসরের জন্য দেশান্তরিত হবে এবং এর ব্যয়ভার সে নিজেই বহন করবে। তবে সে যদি নিজের ব্যয়ভার বহন করার পরিমাণ সম্পদের অধিকারী না হয়, তবে বাইতুল মাল (রাষ্ট্রীয় কোষাগার) হতে তার ব্যয়ভার সরবরাহ করা হবে। তার নির্বাসিত হবার দূরুত্ব হবে মদীনা হতে ফাদাক বা খায়বার। তাকে এক বছরের জন্য এ অবস্থায় রাখা হবে। যদি এর মাঝে প্রস্থান করে, তবে পুনরায় দেশান্তরিত করা হবে (Khalīl 1981, 286)।"

ইমাম কারাফী র. (মৃ. ৬৮৪হি) তাঁর 'জাখীরাহ' (Al-Qarāfī 2006, 12/88) ও ইবনে রুশদ আল-হাফীদ র. (৫২০-৫৯৫হি) তার 'বিদায়াতিল মুজতাহিদ ফী নিহায়াতিল মুকতাসিদ' গ্রন্থে (Ibn Rushd al-Hafīd 1415H, 4/378-379) ইমাম মালিক র. হতে অনুরূপ মত বর্ণনা করেছেন। ইমাম কুরতুবী র. (৬৭১হি) তার তাফসীরে উল্লেখিত মতটিকে জুমহুরের মত হিসেবে সমর্থন করেছেন (Al-Qurtubī 2006, 6/145)।

ইমাম শাফি'য়ী র. (১৫০-২০৪হি) তাঁর "আল-উম্ম" গ্রন্থে অবিবাহিত ব্যভিচারীর জন্য দেশান্তর হদ্দ হবার পক্ষে বিস্তারিত ও দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। সাথে সাথে তিনি বিরোধীদের উত্থাপিত যুক্তিসমূহও উল্লেখ করেছেন। বিপরীতে নিজের যুক্তি উপস্থাপন করেছেন। যেমন, তার আলোচনার শুরুটি এমন-

يَقُولُونَ لَا يُنْفَى أَحَدٌ زَانٍ وَلَا غَيْرُهُ وَنَحْنُ نَقُولُ يُنْفَى الزَّانِي بِسُنَّةِ رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم وما روى عن أبي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ وَعَبْدِ اللَّهِ بن مَسْعُودٍ وَأُبَيِّ بن كَعْبٍ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ وَعُمَرَ بن عبد الْعَزِيزِ رضي اللَّهُ عَنْهُمْ كلهم قد رَأَوْا النَّفْيَ

"তারা বলেন যে, কাউকে দেশান্তরিক করা যাবে না, চাই সে ব্যভিচারী হোক বা অন্য কেউ। আমরা বলব, ব্যভিচারীকে দেশান্তরিত করা হবে। এটা রাসূলুল্লাহ স.-এর সুন্নাত দ্বারা সাব্যস্ত। তাছাড়া আবু বকর, উমার, উসমান, আলী, 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'উদ, উবাই ইবনু কা'ব, আবুদ দারদা' ও 'উমার ইবনু 'আবদিল 'আযীয় রা. প্রমুখ সকলেই এ মত পোষণ করতেন" (Al-Shafi'i 2001, 7/337-340)।

ইমাম মুযানী র. (মৃ. ২৬৪হি) তার মুখতাসারে ইমাম শাফি'য়ী হতে বর্ণনা করেন, "যদি সে বিবাহিত না হয়, তবে তাকে দেশ থেকে এক বছরের জন্য নির্বাসিত করা হবে (Al- Muzānī 1998, 342)।" ইমাম গাযালী র. দাস এবং মহিলাদের দেশান্তরিত হওয়া নিয়ে ইখতিলাফ থাকার কথা উল্লেখ করলেও ব্যভিচারী স্বাধীন পুরুষের নির্বাসিত হবার বিষয় মাযহাবে কোন মতানৈক্যের উল্লেখ করেননি (Al-Ghazālī 1997, 2/167)। ইমাম নবভী র. স্পষ্ট করেই উল্লেখ করেছেন "যদি বিবাহিত না হয়, তবে তার উপর বেত্রাঘাত ও দেশান্তর ওয়াজিব হবে, চাই সে নারী কিংবা পুরুষ (Al-Nawawī 1991, 1/86)।" ইমামুল হারামাইন আল-জুওয়াইনী র. তাঁর 'নিহায়াতুল মাতলাব ফি দিরায়াতিল মাযহাব' গ্রন্থেও বেত্রাঘাত এবং দেশান্তরকে হদ্দ হবার কথা বলেছেন (Imām al-Haramain 2008, 17/180)।

হাম্বালী ইমাম ইবনে কুদামাহ র. তার "মুগনী" গ্রন্থে বলেন:

"ব্যভিচারী বিবাহিত না হওয়া অবস্থায় তার উপর বেত্রাঘাত ওয়াজিব হওয়ার বিষয়ে কোন মতভেদ নেই। মহান আল্লাহর কিতাবে এ বিষয় বর্ণনা এসেছে এবং এ বিধানের সমর্থনে প্রচুর সংখ্যক হাদীসও বর্ণিত হয়েছে। তা ছাড়া অধিকাংশ আলিমের মতে বেত্রাঘাতের সাথে এক বছরের জন্য দেশান্তর করাও ওয়াজিব" ā(Ibn Qudāmah 1997, 12/322)।

আল-কাফীতেও তিনি একই মতামত প্রকাশ করেছেন (Ibn Qudāmah 1994, 4/91) 'আল-ইনসাফ' গ্রন্থেও পুরুষ ও মহিলা উভয়ের জন্য এটাই মাযহাবের সিদ্ধান্ত হবার দাবি করা হয়েছে (al-Mardāwī 1955, 10/173)।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া র. হতেও জুমহুরের সমর্থনে ফাতওয়া বর্ণিত হয়েছে। যদি কোন ব্যক্তি তার সন্তান পাপাচারে লিপ্ত হলে তার উপর হদ্দ বাস্তবায়ন করবে বলে প্রতিজ্ঞা করে, অতঃপর তার সন্তান বাবার নিকট ব্যভিচার করার অপরাধ স্বীকার করে এবং সে একশত বেত্রাঘাত করে কিন্তু এক বছরের জন্য দেশান্তর বাকি থাকে, তবে তার জন্য কি দেশান্তরের পরিবর্তে কাফফারা আদায় করে দেয়া বৈধ হবে? এমন প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, "যদি সে তাকে হাজতে প্রেরণের মাধ্যমে নির্বাসিত করে, এমনকি তার বাবার ঘরে হলেও, তবে দায়মুক্ত হয়ে যাবে (Ibn

Taymiyyah1425H, 34/177)।" ইমাম শাওকানী র. হতেও অনুরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়। তিনি বলেন, "যদি স্বাধীন ও অবিবাহিত হয়, তবে একশ বেত্রাঘাত প্রয়োগ করা হবে এবং বেত্রাঘাতের পর এক বছরের জন্য দেশান্তরিত করা হবে (al-Shawkanī ND, 3/2526)।"

জুমহুর প্রধানত রাসূলুল্লাহ স.-এর সুন্নাত, সাহাবীদের চর্চা এবং ইসলামের প্রাথমিক যুগের তাবি'য়ীন এবং তাতে তাবি'য়ীনের মতামতকে দলিল হিসেবে উপস্থাপন করে থাকেন। তারা কুরআনে বর্ণিত একশত বেত্রাঘাতের উপর হাদীসের বর্ণনার ভিত্তিতে হদ্দের অংশ হিসেবে এক বছরের জন্য দেশান্তরকে বৃদ্ধি করেন।

দেশান্তর হদ্দ হবার পক্ষে জুমহুর 'আলিমগণের উপস্থাপিত প্রধান দলিলসমুহ নিম্নরূপ:

প্রথমত, উপরিউক্ত উবাদাহ বিন সামিত রা. হতে বর্ণিত হাদীস, যাতে রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন "অবিবাহিত পুরুষ অবিবাহিত মহিলার সাথে ব্যভিচার করলে তার শাস্তি একশত বেত্রাঘাত এবং একবছরের জন্য দেশান্তর।"

দ্বিতীয় দলিল: আবু হুরাইরা এবং যাইদ বিন খালিদ রা. হতে বর্ণিত,

"أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال أحدهما اقض بيننا بكتاب الله وقال الآخر وهو أفقههما أجل يا رسول الله فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي أن أتكلم قال (تكلم). قال إن ابني كان عسيفا على هذا - قال مالك والعسيف الأجير - زنى بامرأته فأخبروني أن على ابني الرجم فافتديت منه بمائة شاة وجارية لي ثم أني سألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جلد مائة وتغريب عام وإنما الرجم على امرأته فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم (أما والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله أما غنمك وجاريتك فرد عليك). وجلد ابنه مائة وغربه عاما وأمر أنيس الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر فإن اعترفت رجمها فاعترفت فرجمها"

"দুজন ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ স.-এর নিকট নালিশ নিয়ে আসলেন। তাদের একজন বললেন, 'আমাদের মধ্যে আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী বিচার করে দেন'। অপরজন, যে ছিল উভয়ের মাঝে অধিকতর বুদ্ধিমান সেও বলল, 'জী হ্যাঁ, ইয়া রাসূলুল্লাহ স., আপনি আমাদের মাঝে আল্লাহর কিতাব দ্বারা বিচার করুন এবং আমাকে কথা বলার অনুমতি প্রদান করুন'। তিনি (রাসূলুল্লাহ স.) বললেন, 'বল'। সে (দ্বিতীয় ব্যক্তি) বলল, 'আমার ছেলে এই ব্যক্তির কাজের লোক ছিল এবং তার স্ত্রীর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছে। অতঃপর (লোকেরা) আমাকে বলল, আমার ছেলের উপর পাথর নিক্ষেপে হত্যার বিধান সাব্যস্ত হয়েছে। ফলে আমি তার পক্ষ থেকে একশত বকরি এবং একজন দাসী ক্ষতিপূরণ হিসেবে দিয়েছি। পরবর্তীতে আমি বিজ্ঞজনকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে তারা আমাকে জানাল যে, আমার ছেলের

> উপর একশত বেত্রাঘাত এবং এক বছরের জন্য নির্বাসনের বিধান সাব্যস্ত হয়েছে। পক্ষান্তরে পাথর নিক্ষেপে হত্যার বিধান রয়েছে তার স্ত্রীর উপর'। তখন রাসূলুল্লাহ স. বললেন, 'যার হাতে আমার জীবন সেই সত্ত্বার কসম! আমি অবশ্যই তোমাদের মাঝে আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী ফয়সালা করবো। তোমার বকরি এবং দাসী তুমি ফেরত পাবে।' তিনি দ্বিতীয় ব্যক্তির ছেলেকে একশত বেত্রাঘাত করলেন ও এক বছরের জন্য দেশান্তর করলেন এবং উনাইস আল-আসলামী রা. কে নির্দেশ দিলেন, সে যেন অপর ব্যক্তির স্ত্রীর কাছে যায় এবং সে যদি ব্যভিচারের অপরাধ স্বীকার করে নেয় তবে যেন তাকে পাথর নিক্ষেপে হত্যা করে (Al-Bukhārī 2002, 6827; Muslim 2006, 1697)।

ইমাম ইবনে কুদামাহ র. হাদীসে উল্লিখিত "অতঃপর আমি বিজ্ঞজনদেরকে জিজ্ঞেস করলে তারা আমাকে জানাল যে, আমার ছেলের উপর একশত বেত্রাঘাত এবং এক বছরের জন্য নির্বাসনের বিধান সাব্যস্ত হয়েছে" অংশের দিকে ইঙ্গিত করে বলেন "এ দ্বারা প্রমাণিত হয়, উল্লিখিত বিধানটি আল্লাহর বিধান ও রাসূলুল্লাহ স. এর সিদ্ধান্ত হিসেবে তাদের মাঝে প্রসিদ্ধ ছিল (Ibn Qudāmah 1997, 12/323)।"

এছাড়াও তারা খুলাফায়ে রাশেদীন এবং পরবর্তী মুসলিম শাসকদের দ্বারা দেশান্তরের বিধান বাস্তবায়নের কথা উল্লেখ করেন।

জুমহুর যুক্তি হিসেবে মাসলাহাতকেও উল্লেখ করেন। সাধারণত পারস্পরিক দেখা সাক্ষাত, সৌহার্দ্য, বন্ধুত্ব, নিভৃতে অবস্থান ইত্যাদি ব্যভিচারের অন্যতম প্রধান কারণ। পক্ষান্তরে দেশান্তর এসব উপকরণ হতে ব্যভিচারীকে নিবৃত করে। তাছাড়া দেশান্তর ব্যভিচারীকে ভীতি প্রদর্শন এবং শাসানোর মাধ্যম হিসেবে স্বীকৃত। তাই দেশান্তরকে হদ্দ-এর অন্তর্ভুক্ত করা অধিকতর যুক্তিযুক্ত।

হানাফী আলিমগণের বক্তব্য ও তাদের দলিল

ইমাম আবু হানিফা র. এবং তাঁর অনুসারী হানাফী 'আলিমগণের দৃষ্টিতে একশত বেত্রাঘাত ও ১ বছরের জন্য দেশান্তরের মধ্যে কুরআনে বর্ণিত একশত বেত্রাঘাত হদ্দ এবং হাদীস ও মুসলিম শাসনামলে প্রয়োগকৃত দেশান্তর তাযীর হিসেবে গণ্য। বিচারক প্রয়োজন মনে করলে দেশান্তরের নির্দেশ দেয়ার ক্ষমতা রাখেন। ইমাম সারাখসী তাঁর আল-মাবসুত গ্রন্থে দুই প্রকারের হদ্দের উল্লেখ করে বলেন "ব্যভিচারের হদ্দ দুই ধরণের, বিবাহিতের জন্য পাথর নিক্ষেপে হত্যা এবং অবিবাহিতের জন্য বেত্রাঘাত" ā(Al-Sarakhsī 2000, 9/30)। এরপর দলীল-প্রমাণ ও যুক্তি-প্রতিযুক্তি উপস্থাপন করে পরিশেষে অভিমত প্রকাশ করে বলেন "পাথর নিক্ষেপে হত্যা এবং বেত্রাঘাত একত্র হবে না... একইভাবে অবিবাহিতের জন্য আমাদের নিকট বেত্রাঘাত ও দেশান্তর একত্রিত হবে না (Ibid. p. 43-44)।"

ইমাম জাস্‌সাস র. তার 'আহকামুল কুরআন'-এ ইমাম আবু হানিফা এবং তাঁর শিষ্যদের বর্ণনা উল্লেখ করে বলেন-

> "আলিমগণ বিবাহিত ও অবিবাহিত ব্যভিচারীর হদ্দের বিষয়ে মতানৈক্য করেছেন। ইমাম আবু হানিফা, ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মাদ ও ইমাম যুফার র. প্রমুখ বলেন, বিবাহিতকে পাথর নিক্ষেপে হত্যা করা হবে, তবে বেত্রাঘাত করা হবে না। পক্ষান্তরে অবিবাহিতকে বেত্রাঘাত করা হবে। তবে তাকে দেশান্তর করা হদ্দের অন্তর্ভুক্ত নয়। বরং সেটা ইমামের (বিচারকের) মতের উপর নির্ভরশীল। যদি তিনি তাকে দেশান্তর করার মাঝে কল্যাণ মনে করেন, তবে তাই করবেন" (Al-Jassās 1996, 5/95)।

ইমাম তাহাবী র. তার মুখতাসারেও অনুরূপ বলেছেন। তাঁর ভাষায়, "যদি স্বাধীন অবিবাহিত পুরুষ ও নারী ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, তবে তাদের প্রত্যেককে একশত করে বেত্রাঘাত করা হবে। তবে বেত্রাঘাতের সাথে তাদেরকে দেশান্তর করা হবে না (Al-Tahāwī 1986, 262)।" ইমাম নাসাফী র. [মৃ, ৭১০হি.] তার কানযুদ-দাকায়িক গ্রন্থেও একই মত প্রকাশ করেছেন (Al-Nasafī 2010, 57; Ibn Nujaim 1997, 5/14-15)। ইমাম আল-কাছানী র. এটাকেই হানাফীগণের সিদ্ধান্ত উল্লেখ করে বলেন:

> "যখন (ব্যভিচারী-ব্যভিচারিণী) বিবাহিত (হিসেবে গণ্য হওয়ার) শর্তসমূহ হতে কোন শর্ত অপূর্ণ থাকবে, তখন তাকে রজম করা হবে না, বরং বেত্রাঘাত করা হবে... তবে বেত্রাঘাতের সাথে দেশান্তর করা হবে কি না- সে বিষয়ে মতভেদ রয়েছে এবং আমাদের মতানুসারীদের সিদ্ধান্ত হচ্ছে, দেশান্তরিত করা হবে না। তবে যদি বিচারক দুটি শাস্তিকে (বেত্রাঘাত ও দেশান্তর) একত্রিত করার মাঝে কল্যাণ মনে করেন, তবে একত্রিত করবেন" (Al-Kāsānī 1986, 7/39)।

হানাফী আলিমগণ জুমহুর আলিমের উপস্থাপিত হাদীসসমূহের ভিন্ন ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁদের দৃষ্টিতে এ হাদীস দুটিতে বর্ণিত অবিবাহিত নারী-পুরুষের যিনার শাস্তি হিসেবে একশত বেত্রাঘাতের সাথে সংযুক্ত ১ বছরের দেশান্তরের বিধানটি দুটি কারণে হদ্দ হিসেবে বিবেচ্য নয়। কারণ দুটি হলো:

১. যেহেতু কুরআনে বর্ণিত হুকুমের ওপর খবরে আহাদ[৪] দ্বারা সাব্যস্ত কোন হুকুম যুক্ত করা যায় না, সেহেতু সূরা আন-নূরে বর্ণিত যিনার শাস্তি 'একশত বেত্রাঘাত'-এর ওপর হাদীসে বর্ণিত 'এক বছরের দেশান্তর' -এর বিধান হদ্দ হিসেবে যুক্ত করা যৌক্তিক নয়। অতএব, হাদীসে বর্ণিত দেশান্তরের বিধানটি

[৪] মুতাওয়াতির অথবা মাসহুর পর্যায়ে নয় এমন হাদীস, যার বর্ণনাকারীর সংখ্যা বর্ণনার ক্রমধারার কোনো এক পর্যায়ে ১ অথবা ২ জন।

তাযীর হিসেবে গণ্য। এ মৌলিক নীতিটি হানাফী উসূল এবং মুতাকাল্লিমীনদের উসূলের[৫] মধ্যে অন্যতম প্রধান মৌলিক পার্থক্য।

২. তাদের কেউ কেউ বর্ণিত হাদীসটিকে মানসুখ অর্থাৎ রহিত হয়ে যাবার দাবি করেছেন। তাদের মতে, ব্যভিচারের শাস্তি সম্পর্কিত সূরা নূরের আয়াতটি উবাদাহ ইবনুস সামিত রা. হতে বর্ণিত হাদীসের পরে অবতীর্ণ হয়েছে এবং হাদীসে বর্ণিত 'একশত বেত্রাঘাত এবং একবছরের জন্য দেশান্তর-এর বিধানকে রহিত করে শুধুমাত্র একশত বেত্রাঘাতের বিধান সাব্যস্ত করেছে। (Al-Sarakhsī 2000, 9/37; al-Jassās 1996, 5/97)

হানাফীগণ রাসূলুল্লাহ স., সাহাবায়ে কেরাম এবং পরবর্তী সময়ে মুসলিম রাষ্ট্রে প্রয়োগকৃত দেশান্তরের শাস্তিকে হদ্দ হিসেবে নয়, বরং তাযীর হিসেবে বাস্তবায়িত হয়েছে বলে গণ্য করেন।

এছাড়াও খুলাফায়েā রাশিদীন এবং প্রাথমিক যুগের আলিমগণ কর্তৃক দেশান্তরকে হদ্দ হিসেবে গণ্য না করা বরং তাঁদের অনেকের দেশান্তরের বিরোধিতা করার প্রমাণ হিসেবে হানাফী 'আলিমগণ বেশ কিছু রেওয়ায়াত উল্লেখ করেন। যেমন: সাইয়িদুনা আলী রা. হতে বর্ণিত, তিনি অবিবাহিত ব্যভিচারীদের বিষয়ে বলেন:

إذا زنيا يجلدان ولا ينفيان وإن نفيهما من الفتنة

"যদি তারা দুজন ব্যভিচার করে, তবে তাদেরকে বেত্রাঘাত করা হবে, কিন্তু দেশান্তর করা হবে না। কেননা, তাদেরকে দেশান্তর করা ফিতনার নামান্তর" (Al-Jassās 1996, 5/95)।

অপর বর্ণনা মতে- حسبهما من الفتنة ان ينفيا

"ফিতনার জন্য তাদের দুজনকে দেশান্তর করাই যথেষ্ট" ('Abd al-Razzāq 2000, 13385)।

[৫] উসূলে ফিকহ বা ইসলামী ফিকহের মূলনীতিসমূহ প্রধানত দুটি পদ্ধতিকে কেন্দ্র করে প্রণীত হয়েছে। প্রথমত ইসলামী শাস্ত্রের মৌলিক উৎসসমূহ তথা কুরআন সুন্নাহয় বিবৃত মূলনীতিসমূহ, আরবী ব্যাকরণ, কালামশাস্ত্র এবং মান্তিকশাস্ত্র ইত্যাদির উপর নির্ভর করত ইসলামী ফিকহের মূলনীতিসমূহ প্রণয়ন করে তার আলোকে শাখা মাসআলার বিধান প্রণয়ন করা। ইমাম শাফি'য়ী রহ. এই পদ্ধতির প্রবর্তক। একে মুতাকাল্লিমিন পদ্ধতি বলা হয়; কেননা এই পদ্ধতিতে উসূল রচনাকারীদের বৃহদাংশ কালামশাস্ত্রের পণ্ডিত ছিলেন। প্রবর্তকের নামানুসারে এই পদ্ধতিকে শাফি'য়ী পদ্ধতিও বলা হয়ে থাকে।
দ্বিতীয়ত, পূর্ববর্তী ফুকাহা ও ইমামগণের নির্ধারিত শাখা মাসআলা বিবেচনায় নিয়ে তার মধ্যে অন্তঃনিহিত মূলনীতিসমূহ উদঘাটন পূর্বক উসূলুল-ফিকহ প্রণীত হয়েছে। বর্ণিত পদ্ধতিতে পূর্ববর্তী ফকীহগণের মূলনীতি বিবেচনায় নেয়া হয়েছে বিধায় এই পদ্ধতিকে ফুকাহা পদ্ধতি বলা হয়। এই পদ্ধতিতে উসূল প্রণেতাদের বৃহদাংশ ইমাম আবু-হানিফা রহ.-এর অনুসারী হওয়ায় এই পদ্ধতিকে হানাফী পদ্ধতিও বলা হয় (Shaban 1971, 18-25)।

তবে ইবনে কুদামা র. হাদীসটিকে মুরসাল বলেছেন (Ibn Qudāmah 1997, 12/323)।

হানাফী আলিমগণ সাহাবী ও তাবি'য়ীগণের দেশান্তরের পক্ষে না থাকা এবং তাদের দৃষ্টিতে দেশান্তর নেতিবাচক বিবেচিত হবার পক্ষে আলী রা. এর উক্তির পাশাপাশি 'উমার রা. এর সময়কালের একটি ঘটনাকে উল্লেখ করে থাকেন। সা'ঈদ ইবনুল মুসাইয়িব র. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, উমার র. রবী'আহ ইবনু উমাইয়াকে মদ পানের দায়ে খাইবারে নির্বাসনে পাঠান। অতঃপর সে হিরোক্লিয়াসের দলে যোগ দেয় এবং খ্রিষ্টান হয়ে যায়। তখন 'উমার রা. বলেন:

لا أغرب مسلما بعد هذا

"এরপর থেকে আমি কোন মুসলমানকে নির্বাসনে পাঠাবো না" ('Abd al-Razzāq 2000, 13391)।

তবে উল্লিখিত বর্ণনাটি মদের হদ্দ সম্পর্কিত হওয়ায় ইমাম শাফি'য়ী র. আলোচ্য মাস'আলায় এর দ্বারা দলিল পেশ করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছেন (Al-Shafi'i 2001, 7/339-340)।

এসব বর্ণনায় দেখা যায়, সাহাবীগণের মধ্যেও মধ্যে কেউ কেউ ব্যভিচারের শাস্তির হিসেবে দেশান্তরের বিরোধিতা করেছেন।

সা'ঈদ ইবনু সা'দ ইব্ন উবাদা রা. হতে বর্ণিত হাদীস, যাতে রাসূল স. ব্যভিচারী কোন এক ব্যক্তিকে অতিশয় দুর্বল হবার কারণে (একশত বেত্রাঘাত সহ্য করতে অক্ষম হওয়ায়) একশত প্রশাখা বিশিষ্ট একটি খেজুর ছড়া দ্বারা একবার আঘাত করার নির্দেশ দিয়েছেন (Ahmad ND, 22354; al-Tabranī ND, 5521)।[৬] এ হাদীসেও রাসূল স. দেশান্তরের নির্দেশ প্রদান করেননি।

এছাড়া প্রখ্যাত তাবি'ঈ ইব্রাহীম নাখ'ঈ র. হতেও দেশান্তরের বিপক্ষে মত পাওয়া যায়। তিনি বলেন-

"আলী ও ইবনে মাস'উদ রা. মনিবের মৃত্যুর পর ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া একজন উম্মে ওয়ালাদ[৭]-এর বিষয়ে মতানৈক্য করেন। আলী রা. তার নির্বাসিত না হবার কথা বলেন। পক্ষান্তরে ইবনে মাস'উদ রা. তার নির্বাসিত হবার কথা বলেন। এ

[৬] عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ قَالَ كَانَ بَيْنَ أَبْيَاتِنَا إِنْسَانٌ مُخْدَجٌ ضَعِيفٌ لَمْ يُرَعْ أَهْلُ الدَّارِ إِلَّا وَهُوَ عَلَى أَمَةٍ مِنْ إِمَاءِ الدَّارِ يَخْبُثُ بِهَا وَكَانَ مُسْلِمًا فَرَفَعَ شَأْنَهُ سَعْدٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اضْرِبُوهُ حَدَّهُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ أَضْعَفُ مِنْ ذَلِكَ إِنْ ضَرَبْنَاهُ مِائَةً قَتَلْنَاهُ قَالَ فَخُذُوا لَهُ عِثْكَالًا فِيهِ مِائَةُ شِمْرَاخٍ فَاضْرِبُوهُ بِهِ ضَرْبَةً وَاحِدَةً وَخَلُّوا سَبِيلَهُ

[৭] উম্মে ওয়ালাদ: এমন দাসী, যে তার গর্ভে স্বীয় মালিকের সন্তান ধারণ করেছে।

ক্ষেত্রে আমরা আলী রা.-এর মতকেই গ্রহণ করি; কেননা তা ফিতনা ও বিশৃঙ্খলা হতে রক্ষা পাবার জন্য অধিক উপযোগী (Al-Sarakhsī 2000, 9/37-38)।

হানাফী আলিমগণ আরও বলে থাকেন, হদ্দ অত্যন্ত সুস্পষ্ট একটি বিষয়। কিন্তু দেশান্তরের ক্ষেত্রে স্থান, দূরত্ব ইত্যাদি শরীয়তে স্পষ্ট করে বর্ণিত নয়। এক্ষেত্রে ইমামের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। মূলত দেশান্তর হদ্দ হলে এমন অস্পষ্টতা থাকার অবকাশ নেই নয় (Al- Jassās 1996, 5/97)।

এটি সুস্পষ্ট যে, উল্লিখিত বর্ণনাসমূহ একটি মতামতকে প্রতিষ্ঠা করতে যথেষ্ট না হলেও প্রতিষ্ঠিত একটি মতের পক্ষে সহায়ক হিসেবে বিবেচিত হতে পারে এবং হানাফী আলিমগণ এই তত্ত্ব অনুসারেই দেশান্তরের হদ্দ না হওয়ার বিষয়ে নীতিগত বিষয়ের উপর নির্ভর করত উল্লিখিত বর্ণনাসমূহকে সহায়ক দলিল হিসেবে উপস্থাপন করে থাকেন। তারা শুধু বুঝাতে চেষ্টা করেন, সাহাবী ও তাবি'য়ীগণের মধ্যেও দেশান্তর বাস্তবায়ন না করা কিংবা দেশান্তরের বিরোধিতার প্রমাণ পাওয়া যায়। দেশান্তর যদি হদ্দ হয়, তবে পূর্ববর্তী আলিমগণের পক্ষ হতে এমন বিপরীত উদাহরণ পাওয়া যেত না, যা পক্ষান্তরে দেশান্তরের হদ্দ না হবার প্রমাণ বহন করে।

মতানৈক্যের উৎস

উপযুক্ত আলোচনা থেকে এ বিষয়টি স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, আলোচিত মাস'আলায় মতানৈক্যের মূল কারণটি দলিলকেন্দ্রীক নয়; বরং ফিকহের মূলনীতি কেন্দ্রীক। এক বছরের জন্য দেশান্তরের বিধান হদ্দ হওয়ার প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপিত হাদীসসমূহের বর্ণনা বিশুদ্ধ এবং বেত্রাঘাত ও দেশান্তর একই বাক্যে বর্ণিত হয়েছে। তদুপরি হানাফী ফকীহগণ হাদীসে বর্ণিত যুক্ত বিধানকে খণ্ডিত করেছেন। তাঁদের এ মতানৈক্য হাদীসের শুদ্ধতা প্রশ্নে নয় অথবা হাদীসে বর্ণিত বিধান স্বীকার করা বা না করা কেন্দ্রীক নয়। বরং দুধরনের শাস্তির আইনী মর্যাদা নিয়ে। মূলত ফিকহ শাস্ত্রে প্রচলিত একটি মূলনীতি থেকে সৃষ্ট মতানৈক্যের উপর ভিত্তি করে তাঁরা বর্ণিত মাস'আলায় দেশান্তর হদ্দ হওয়ার পক্ষে পেশকৃত হাদীসসমূহকে দলিল হিসেবে গ্রহণ করেননি। ফিকহী মূলনীতিটি হলো- "যিয়াদাতু আলান-নাস্" বা নাস্ দ্বারা সাব্যস্ত কোন বিধানের ওপর অতিরিক্ত নির্দেশ সংযুক্ত করার মাধ্যমে বিধানের পরিধি বৃদ্ধি অথবা 'নাসখ' বা হুকুম রহিতকরণ বৈধ কি না? আমরা নিম্নে এ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত পরিসরে বিষয়টি উপস্থাপন করার চেষ্টা করব।

হানাফী উসূলবিদদের দৃষ্টিতে যিয়াদাতু আলান-নাস্

হানাফী উসূলবিদদের নিকট 'যিয়াদাতু আলান-নাস্স' বা নাস্ দ্বারা সাব্যস্ত বিধানের ওপর অতিরিক্ত নির্দেশ সংযুক্ত করার মাধ্যমে বিধানের পরিধি বৃদ্ধি করা হলে পূর্ববর্তী নির্দেশটি রহিতকরণ হিসেবে বিবেচিত (Al-Bazdawī ND, 226; al-Sarakhsī

ND, 2/82; al-Dabbusī 2007, 231; al-Mahbūbī 2009, 360; al-Haskafī 1992, 231)। কেননা:

১. পূর্ববর্তী নির্দেশের ওপর অপর একটি নির্দেশ যুক্ত করার মাধ্যমে একটি সমন্বিত নির্দেশের অস্তিত্ব লাভ করে এবং পূর্ববর্তী নির্দেশটি নিষ্ক্রিয় হয়ে যায় এবং তার উপর আমল করা অগ্রহণযোগ্য হয়ে যায় (Al-Bazdawī ND, 227)। যেমন বনী-ইসরাইলের গাভী। তাদের জন্য প্রথমে নির্দেশ ছিল "একটি গাভী জবেহ করা"। অতঃপর গাভীর বিস্তারিত গুণাগুণ সম্বলিত বর্ণনা আসার পর নির্দেশটি "সব ধরণের দোষ-ত্রুটি হতে মুক্ত, ইতঃপূর্বে হালচাষ বা সেচন কার্যে অব্যবহৃত, পিত বর্ণের এবং মধ্যম বয়সের একটি গাভী জবেহ করায়" রূপান্তরিত হয়ে গেল। এমতাবস্থায় পূর্ববর্তী নির্দেশ অর্থাৎ যেকোন "একটি গাভী জবেহ করা" কার্যকর নেই এবং এর উপর আমল করাও বৈধ নয়। অর্থাৎ নতুন নির্দেশটি পূর্ববর্তী নির্দেশকে রহিতকারী।

২. হুকুকুল্লাহ অর্থাৎ ইবাদাত, হুদূদ এবং কাফফারার বিষয় সাব্যস্তকরণ ও তার বাস্তবায়ন উভয় ক্ষেত্রে হুকুমের বিভাজন বৈধ নয় (Al-Sarakhsī ND, 2/82)। যেমন কেউ যদি 'ফজরের নামায এক রাক'আত আদায়' করে, তবে তার ফজরের নামায আদায় হয়েছে বলে বলা হবে না। একইভাবে বর্ণিত ক্ষেত্রে কোন নির্দেশের কিছু অংশ পূর্বে আর কিছু অংশ পরে সাব্যস্ত হয়েছে বলেও বলা হবে না। বরং পূর্ববর্তী নির্দেশটি রহিত হয়ে নতুন নির্দেশ জারি হয়েছে বলে বিবেচিত হবে।

মুতাকাল্লিমীন উসূলবিদদের দৃষ্টিতে 'যিয়াদাতু আলান-নাস্

মুতাকাল্লিমীন উসূলবিদদের মাঝে 'যিয়াদাতু আলান-নাস' বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি পরিলক্ষিত হয়। মুতাকাল্লিমিন উসূলবিদদের কেউই 'যিয়াদাতু আলান-নাস্'কে সাধারণভাবে পূর্বের বিধান রহিতকারী বলেননি। বরং প্রত্যেকেই কিছু শর্তের কথা উল্লেখ করেছেন, যার উপর 'যিয়াদাতু আলান-নাস্' এর 'নাস্খ' হওয়া বা না হওয়া নির্ভর করে। তবে এসকল শর্ত নির্ধারণে তারা ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন।

মুতাকাল্লিমীন উসূলবিদদের মাঝে ফখরুদ্দীন আর-রাযী (৫৪৪-৬০৬ হি.) রহ. ইমাম আবুল হাসান আল-আশ'আরী (২৬০-৩২৪ হি.) রহ.-এর মতামতকে প্রাধান্য দিয়ে তিনটি শর্তের আলোকে নাস্খকে বৈধ বলেছেন। শর্ত তিনটি হলো: -

১. এই বর্ধিতকরণ অবশ্যই কোন না কোন নির্দেশকে রহিত করবে;

২. রহিত নির্দেশটি শার'য়ী হবে অর্থাৎ আকলী (বুদ্ধিবৃত্তিক) হবে না;

৩. রহিতকারী নির্দেশটি রহিত নির্দেশ থেকে পৃথক হয়।

এখন একশত বেত্রাঘাতের সাথে দেশান্তরের নির্দেশ বর্ধিত করা মূলত 'একশত বেত্রাঘাতের মাঝে সীমাবদ্ধ থাকা'র নির্দেশকে রহিত করে এবং রহিতকারী নির্দেশটি রহিত নির্দেশ হতে পৃথকও বটে, তবে এটি কোন শার'য়ী নির্দেশকে রহিত করছে না বরং একটি বুদ্ধিবৃত্তিক নির্দেশনাকে রহিত করছে। কেননা, একশত বেত্রাঘাতের নির্দেশের মাঝে 'একশত বেত্রাঘাতের মাঝে সীমাবদ্ধ থাকা'র নির্দেশটি শার'য়ী কোন দলিল দ্বারা সাব্যস্ত নয়; বরং আকলীভাবে সাব্যস্ত। তাই এটি নাস্‌খ হিসেবে বিবেচিত হবে না (Al-Rāzī ND, 3/375)।

ইমামুল হারামাইন আব্দুল-মালিক আল-জুওয়াইনী (৪১৯-৪৭৮ হি.) রহ. ফখরুদ্দীন আর-রাযী রহ.-এর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ বা প্রায় কাছাকাছি মত প্রকাশ করেছেন। তার মতে-

কোন নির্দেশসম্বলিত নাস্ যদি আক্ষরিক এবং মর্মগত উভয় বিবেচনায়, ঐ নির্দেশের মাঝে সীমাবদ্ধ থাকার দাবি রাখে, তবে এই শ্রেণির নাস্-এর ওপর বর্ধিতকরণ পূর্বের বিধানের নাসখ হিসেবে বিবেচিত হবে।

পক্ষান্তরে যদি নির্দেশটি শুধুমাত্র বাহ্যিক বিবেচনায় সীমাবদ্ধতার দাবি করে, তবে এমন নির্দেশের ওপর বর্ধিতকরণ নাস্‌খ হিসেবে বিবেচিত হবে না (Imām al-Haramain 1399H, 2/1309)।

ইমামুল হারামাইনের মতামতটি আর-রাযীর শার'য়ী দলিল ও আকলী দলিল'-এর ব্যাখ্যা হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

ইমাম আবু-হামিদ আল-গাযালী (৪৫০-৫০৫ হি.) রহ. আবার ভিন্ন তিনটি শর্তারোপ করেছেন। মূলত তিনি পুরো বিষয়টিকে ভিন্ন একটি দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনায় নিয়েছেন। তার মতে-

১) পরস্পর সম্পর্কযুক্ত নয় এমন দুটি নির্দেশ, যেমন নামাযের নির্দেশ থাকাকালীন রোযার নির্দেশ জারি করা, পরস্পরের জন্য নাস্‌খ হিসেবে বিবেচিত হবে না।

২) পরস্পরের সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পর্কযুক্ত দুটি নির্দেশ, যেমন ফজরের দুই রাক'আত নামাযের সাথে আরও দুই রাক'আত নামায বৃদ্ধি করে চার রাকআত করা। এক্ষেত্রে চার রাক'আতের নির্দেশটি দুই রাক'আতের নির্দেশকে রহিতকারী হিসেবে বিবেচিত হবে।

এখানে অবিচ্ছেদ্যরূপে সম্পর্কযুক্ত বলতে নতুন চার রাকআতের নির্দেশকে পূর্ববর্তী দুই + নতুন দুই হিসেবে নয়, বরং একক সংখ্যা চার হিসেবে গণ্য করা হবে। বর্ণিত দুই অবস্থার ক্ষেত্রে ইমাম গাযালী রগ. ইমামগণের ইজমা হওয়ার দাবিও করেছেন।

৩) তৃতীয় অবস্থাটি প্রথম দুই অবস্থার মাঝামাঝি অর্থাৎ নির্দেশদুটি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত হবে; তবে অবিচ্ছেদ্য হবে না। এই শ্রেণির বর্ধিতকরণও নাস্‌খ নয় (Al-

Ghazālī1993, 2/70)। যেমন, একশত বেত্রাঘাতের সাথে দেশান্তরের নির্দেশ সংযুক্ত করা। তার নিকট এটি 'একশত বেত্রাঘাত' + 'এক বছরের জন্য দেশান্তর' হিসেবে বিবেচিত। তাই এটি নাস্‌খ নয়। এখানেই হানাফী উসূলবিদদের সাথে মতভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। কেননা, পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, হানাফী উসূলবিদদের নিকট হুকুকুল্লাহ তথা ইবাদাত, হুদূদ এবং কাফফারার ক্ষেত্রে কোন বিধান বিভাজ্য হয় না। অর্থাৎ বর্ণিত ক্ষেত্রে পুরো নির্দেশটি একটি নির্দেশ অর্থাৎ 'একশত বেত্রাঘাত ও এক বছরের জন্য দেশান্তর' হিসেবে বিবেচিত হবে। যা ইমাম গাযালীর ২য় অবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। অতএব, এটি নাস্‌খ হিসেবে বিবেচিত হবে।

খবরে আহাদ দ্বারা কুরআনকে 'নাস্‌খ' বা রহিত করা

সকল ইমাম এ বিষয়ে একমত যে, খবরে আহাদ দ্বারা কুরআনকে 'নাস্‌খ' বা রহিতকরণ বৈধ নয়। যেহেতু আলোচিত মাস'আলায় হানাফী উসূলবিদদের দৃষ্টিতে 'যিয়াদাতু আলান-নাস্' 'নাস্‌খ' হিসেবে বিবেচিত, তাই তারা বর্ণিত ক্ষেত্রে হাদীস দ্বারা দলিল গ্রহণে দ্বিমত পোষণ করেছেন। পক্ষান্তরে মুতাকালিস্নমীন উসূলবিদদের দৃষ্টিতে, যেহেতু বর্ণিত ক্ষেত্রে 'নাস্‌খ' হচ্ছে না, তাই তারা হাদীস দ্বারা দলিল গ্রহণ করে কুরআনে বর্ণিত একশত বেত্রাঘাতের সাথে হাদীসে বর্ণিত এক বছরের জন্য দেশান্তরকে হদ্দ -এর অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

ব্যভিচারিণীর জন্য দেশান্তর

জুমহুর ফাকীহগণ দেশান্তর হদ্দ হবার পক্ষে ঐকমত্য পোষণ করলেও নারীরাও এই নির্দেশের অন্তর্ভুক্ত কি-না, সে বিষয় ভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন (Al-Qurtubī 2006, 6/147; Al-Sābūnī 2007, 2/19)।

ইমাম মালিক রহ. নারীদের দেশান্তরের বিপক্ষে মতামত প্রকাশ করেছেন। ইমাম সাহনুন রহ. এর সূত্রে ইমাম মালিক রহ. হতে বর্ণিত "নারী ও দাসদাসীর জন্য দেশান্তর নয়"। ইমাম কুরতুবী রহ.ও তাঁর তাফসীরে ইমাম মালিক রহ.-এর নারীদের দেশান্তরের বিপক্ষে মত দেয়ার কথা উল্লেখ করেছেন (Al-Tanūkhī 1324H, 16/37; Al-Qurtubī 2006, 6/147)। ইমাম মালিক রহ-এর অনুসারীগণও এই মতের প্রতি সমর্থন প্রকাশ করেছেন। যেমন আল্লামা খলীল তার মুখতাসারে শুধুমাত্র স্বাধীন পুরুষদের দেশান্তরিত হওয়া (Khalīl 1981, 286), ইমাম কারাফী এবং ইবনে রুশদ রহ. উভয়ই নারীদের দেশান্তরিত না করার কথা উল্লেখ করেছেন (Al-Qarāfī 2006, 12/88; Ibn Rushd al-Hafīd 1415H, 4/379)।

ইমাম শাফি'য়ী রহ. নারীদের দেশান্তরিত হবার পক্ষে মত পোষণ করেন (Al-Shāfi'ī 2001, 7/337-340)। ইমাম মুযানী ও ইমাম গাযালী রহ. নারী-পুরুষের মাঝে কোন পার্থক্য করেননি (Al-Muzanī 1998, 342; Al-Ghazālī 1997,

2/167)। ইমাম নবভী এবং ইমামুল-হারামাইন আল-জুওয়াইনী রহ. স্পষ্ট করেই ব্যভিচারিণীর দেশান্তরিত হবার কথা উল্লেখ করেছেন। যেমন ইমাম নবভী রহ.-এর ভাষায় "এ ক্ষেত্রে (বেত্রাঘাত ও দেশান্তর) নারীপুরুষ সমান" এবং ইমাম জুওয়াইনী রহ.-এর ভাষায় "অতঃপর স্বাধীন নারী, অবিবাহিত অবস্থায় ব্যভিচার করার অপরাধে সেও দেশান্তরিত হবে", (Al-Nawawī 1991, 1/86; Imām al-Haramain 2008, 17/180)।

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল রহ. এর অনুসারীদের মধ্যে ইবনে কুদামাহ ইমাম মালিক রহ.-এর মতামতকে অধিকতর গ্রহণযোগ্য এবং যৌক্তিক হিসেবে উল্লেখ করেছেন, (Ibn Qudāmah 1997, 12/322-323) যদিও আল-কাফী'তে তিনি ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল রহ.-এর সিদ্ধান্ত নারীদের দেশান্তরিত হবার পক্ষে থাকার কথা উল্লেখ করেছেন (Ibn Qudāmah 1994, 4/95)। ইমাম আল-মিরদাবী রহ. এটাই মাযহাবের সিদ্ধান্ত হিসেবে উল্লেখ করেছেন (Al-Mardāwī 1955, 10/173)।

ব্যভিচারিণীর দেশান্তরিত হবার পক্ষে মতামত প্রদানকারীগণ হাদীসের ব্যাপকতা অর্থাৎ নারীপুরুষের মাঝে পার্থক্য না করাকে যুক্তি হিসেবে উল্লেখ করেছেন। পক্ষান্তরে এর বিপক্ষে অবস্থানকারী, বিশেষ করে ইমাম মালিক রহ. ও তাঁর অনুসারীরা এক্ষেত্রে তিনটি বিষয়কে বিশেষ বিবেচনায় এনেছেন। প্রথমত, নারীদের একাকী ভ্রমণে রাসূলুল্লাহ স. এর নিষেধাজ্ঞা।[৮] দ্বিতীয়ত, যদি মাহরামসহ তাকে নির্বাসনে পাঠানো হয় সে ক্ষেত্রে উক্ত মাহরাম পুরুষ অপরাধী না হয়েও শাস্তি ভোগ করা এবং ব্যভিচারিণীর উপর তার সঙ্গী মাহরাম পুরুষের ব্যয়ভার অর্পণ করার মাধ্যমে শরীয়াতে বর্ণিত শাস্তি (বেত্রাঘাত ও দেশান্তর)-এর উপর অতিরিক্ত শাস্তি তথা অর্থদণ্ডā অর্পণ করা। তৃতীয়ত, শরীয়তের মূল উদ্দেশ্য অর্থাৎ ফিতনা থেকে সমাজকে রক্ষা হুমকির মুখে পড়া। কেননা, ব্যভিচারিণীকে নির্বাসনে প্রেরণ তাকে আরও বেশি ফিতনায় জড়ানোর সুযোগ করে দেয়ার সম্ভাবনা তৈরী করেā।

উপসংহার

হদ্দ ইসলামী বিচারব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য এবং অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি অনুষঙ্গ। একারণেই প্রত্যেক মুজতাহিদ ইমাম বিষয়টিতে গভীরভাবে মনোনিবেশ করেছেন। চেষ্টা করেছেন ইসলামী শরীয়ার আলোকে হদ্দের একটি রূপরেখা প্রদান করতে। যদিও এখানে একাধিক মতামত প্রকাশ পেয়েছে, তবুও সবার মতামতের দিকে দৃষ্টি দিলে দুটি বিষয় প্রতীয়মান হয় যে, প্রথমত, যারা দেশান্তরকে হদ্দ হবার পক্ষে

[৮] রাসূলুল্লাহ স. বলেন, لا تسافر المرأة يومين إلا معها زوجها أو ذو محرم "কোন নারী যেন তার স্বামী অথবা মাহরাম সঙ্গীā ছাড়া দুদিন সফর না করে" (Al-Bukhārī, 1197; Muslim, 1341)।

বলেছেন, তারা হদ্দের গুরুত্ব ও ইসলামী শরীয়ায় এর অবস্থানের কথা বিবেচনায় নিয়ে এমন গুরুত্বপূর্ণ একটি বিধানের ক্ষেত্রে কোনভাবেই কোন অংশ বাদ না পড়ে যাওয়ার প্রতি দৃষ্টি দিয়েছেন। দ্বিতীয়ত, যারা দেশান্তরকে হদ্দ না হবার পক্ষে বলেছেন, তারাও হদ্দের গুরুত্ব ও ইসলামী শরীয়ায় এর অবস্থানের কথা বিবেচনায় নিয়ে, এমন গুরুত্বপূর্ণ একটি বিধানের ক্ষেত্রে পূর্ণমাত্রায় শরীয়াত নির্ধারিত বিধান বাস্তবায়িত হওয়া নিশ্চিত করাকে গুরুত্ব দিয়েছেন। এমতাবস্থায় দুটি মতামতের মধ্যে সমন্বয় করা কষ্টসাধ্য। তবুও মুসলিম উম্মাহর বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ চেষ্টা করেছেন বিষয়টির একটি সমাধান প্রদানে।

মূলত ইসলামী শরীয়ায় হদ্দের সংবেদনশীলতা বিবেচনায় নিলে এবং এমন একটি সংবেদনশীল বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সবধরনের সংশয় থেকে মুক্ত থেকে একটি সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাকে গুরুত্ব প্রদান করলে বর্ণিত মাস'আলায় দেশান্তরকে হদ্দ নয় বরং তাযীর হিসেবে বিবেচনাই অগ্রগণ্য হয়। অর্থাৎ-

১. সাধারণভাবে একশত বেত্রাঘাতকেই হদ্দ হিসেবে গ্রহণ করা হবে। তবে
২. অপরাধীর বিভিন্নতা বিবেচনায় নিয়ে অধিকতর অপরাধāপ্রবণ অপরাধীদের ক্ষেত্রে এবং
৩. কোন অঞ্চলে বর্ণিত অপরাধটি মাত্রাতিরিক্ত হারে বৃদ্ধি পেলে, অথবা
৪. উপরে বর্ণিত অবস্থাদ্বয় এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ অন্য যে কোন অবস্থায় যেখানে বিচারক অপরাধ দমনে শাস্তির মাত্রা বৃদ্ধি করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলে দেশান্তরকে তাযীর হিসেবে বিবেচনায় নিয়ে একশত বেত্রাঘাতের সাথে এক বছরের জন্য দেশান্তরের শাস্তি প্রদান করতে পারেন। এমতাবস্থায় কুরআনকে হদ্দ সাব্যস্তকারী, এবং সুন্নাহকে তাযীর সাব্যস্তকারী হিসেবে গ্রহণ করে কিতাব ও সুন্নাহ এর মাঝে সমন্বয় সাধন করা সম্ভব হয়। সমকালীন আলিমগণের মধ্যে শাইখ আল্লামা সাইয়াস এবং আস-সাবুনী প্রমুখ আলিমগণও দুটি মতের মাঝে সমন্বয় সাধনের প্রতি সহমত প্রকাশ করেছেন।

নোট :

"ইসলামে ব্যভিচারের শাস্তি হিসেবে দেশান্তরের আইনগত অবস্থান : একটি তাত্ত্বিক পর্যালোচনা" শীর্ষক প্রবন্ধে ইসলামে ব্যভিচারের শাস্তি হিসেবে দেশান্তর সম্পর্কে প্রাচীন ফাকীহগণের মতপার্থক্য এবং এর মূল কারণটি বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কিন্তু বর্তমানে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে এই আইনের কার্যকারিতা কতটুকু আছে এবং থাকলে এর স্বরূপ কী? তা এ প্রবন্ধে আলোচনা করা হয়নি। বিষয়টি একটি স্বতন্ত্র গবেষণার দাবি রাখে। আমরা পরবর্তী কোন সংখ্যায় এ বিষয়টি সম্পর্কে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রবন্ধ প্রকাশের চেষ্টা করবো, ইনশাআল্লাহ।

- সম্পাদনা পরিষদ

Bibliography

Al-Qur'an

'Abd Al-Razzāq, Abū Bakr Ibn Hammam Ibn Al-San'ānī. 2000. *Al-Musannaf*. Annotated by Aimān Nasr' al-Dīn al-Azharī. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Abū Dāwūd, Sulaimān ibn al-Ash'ath al-Azdī al-Sijjistanī. 2010. *al-Sunan*. Jeddah: Dār al-Minhāj.

Al-Bayhaqī, Abū Bakr Ahmad ibn Husaīn Ibn 'Alī Ibn Mūsa. 2003. *Al-Jami' Li-Shu'abil-I'mān*. Annotated by Mukhtār Ahmad. Riyadh: Maktaba Al-Rushd.

Al-Bazdawī, Fakhr al-Islām 'Ali ibn Muhammad. ND. *Kanz al-Usūl ila Ma'rifat al-Usūl*. Karachi: Mīr Muhammad Kutub Khānah.

Al-Bukhārī, Abū 'Abdullah Muhammad ibn Isma'il. 2002. *Al-Jami' al-Sahīh*. Riyadh: Dār Al-Arkam.

Al-Dabbusī, Abū Zayed Ubayidullāh ibn 'Umar ibn 'Isā. 2007. *Taqwīm al-Adillah fī Usūl al-Fiqh*. Annotated by Khalīl al-Mais. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Al-Ghāzzalī, Abū Hāmid Muhammad.1997. *Al-Wājiz fī Fiqh al-Imam Al-Shāfi'i*. Beirut: Dār Al-Arkam.

Al-Ghāzzalī. Abū Hāmid Muhammad. 1993. *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Usūl*. Annotated by Dr. Hamzah ibn Zuhayr Hafiz. Madīnah Munawwarah: NP.

Al-Haskafī, Muhammad 'Ala al-Dīn bin 'Ali.1992. *Ifadat al-Anwar 'Ala Usūl Al-Manār*. Commentary: Mohammad Sa'yid al-Burhānī. Publisher: Muhammad Barakat.

Al-Jassās, Abū Bakr A'mad ibn 'Alī Al-Rāzī.1996. *Ahkām al-Qur'an*. Annotated by: Muhammad Sādiq Qamhawī. Beirut: Dār Ihya al-Turāth al-'Arabī & Muassasāt al-Tārikh Al-'Arabī.

Al-Jundī, Khalīl ibn Ishāq. 1981. *Mukhtasaru KhAlil*. Commentary: Ahmad Nasr. Beirut: Dār Al-Fikr.

Al-Kāsānī, Abū Bakar Mas'ūd ibn Ahmad ibn 'Ala al-Dīn.1986. *Badāi' al-Sanāi' fī Tartīb al-Sharāi'*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Al-Mahbūbī, Sadr Al-Shari'ah Ubaidullah ibn Mas'ūd. 2009. *Al-Tanqīh fī Usūl al-Fiqh*. Annotated by Ilias Kublan. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Al-Mahdī, Kazi Husain ibn Mhammad. 2010. *Khulāsat Al-Kalām fī Tafsīr Ayat Al-Ahkām*. San'a: Maktaba al-Irshād.

Al-Mardawī, 'Ala al-Dīn Abū al-Hasan 'Ali ibn Sulaimān. 1955. *Al-Insāf*. Annotated by Muhammad Hāmed Al-Fikī. Published under supervision of King Saud b. Abd al-Azīz.

Al-Mawsū'ah al-Fiqhiyyah. 2012. Kuwait: Ministry of Awqaf & Islamic Affairs.

Al-Mu'jam Al-Wasīt. ND. Istanbul: Al-Maktaba Al-Islāmiyyah.

Al-Munjid fī al-lughahwa al-A'lām. 2005. Beirut: Dār al-Mashreq.

Al-Muzanī, Abū Ibrāhīm Isam'īl ibn Yahya.1998. *Mukhtasar Al-Muzanī fī Furū' Al-Shāfi'i*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Al-Nasafī, 'Abdullah ibn Ahmad. 2010. *Kanz al-Daqāiq*. Annotated by Rashid Mustafa Al-Khalīlī. Beirut: Maktaba Al-'Asriyyah.

Al-Nasā'ī, Abū 'Abd al-Ra'man Ahmad ibn Shu'aib ibn 'Alī ibn Sinān. 1988. *Al-Sunan*. Annotated by 'Abd al-Fattāh Abū Ghudda. Beirut: Dār al-Bashāir al-Islāmiyyah

Al-Nawawī, Abū Zakariā Yahya Ibn Sharaf.1991. *Rawdat al-Tālibīn wa 'Umdat al-Muftiyīn*. Beirut: Al-Maktab al-Salamī.

Al-Qarafī, Shihāb al-Dīn Ahmad Ibn Idrīs. 2006. *Al-Dhakhīrah*. Annotated by Muhammad bu Khubzah. Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī.

Al-Qurtubī, Abū ‘Abdullah Muhammad bin Ahmad Al-Ansārī. 2006. *Al-jami‘ li Ahkām Al-Qur’an.* Annotated by ‘Abdullah ibn ‘Abd al-Muhsin al-Turkī. Beirut: Muassisat al-Risālah.

Al-Razī, Abū ‘Abdullah Fakhr al-Dīn Muhammad ibn ‘Umar ibn al-Husaīn. ND. *Al-Mahsūl fī ‘Ilim al-Usūl.* Annotated by Taha Jāber al-Alwānī. Beirut: Muassisat al-Risālah.

Al-Sābūnī, Muhammad ‘Alī. 2007. *Rawa’i‘ al-Bayān fī Tafāsīir Ayat al-Ahkām min al-Qur'an.* Cairo: Dār Al-Sābūnī.

Al-Sarakhsī, Shams al-Dīn Abū Bakr Muhammad ibn Abī Sahl. 2000. *Al-Mabsūt.* Beirut: Dār Al-Fikr.

Al-Sarakhsī, Shams al-Dīn Abū Bakr Muhammad ibn Abī Sahl. ND. *Usūl al-Sarakhsī.* Annotated by Abū al-Wafā al-Afghanī. Hyderabad: Lajnat Ihya al-Ma‘ārif al-Nu‘māniyyah.

Al-Shafi‘i, Abū ‘Abdullah Muhammad ibn Idrīs. 2001. *Al-Umm.* Annotated by Rafat Fawzī ‘Abd al-Muttalib. Egypt: Dār al-Wafa.

Al-Sharbīnī, Muhammad Ibn Ahmad Al-Khatīb. 1997. *Mughnī al-Muhtāj ila Ma‘rifat Alfāz al-Minhāj*. Annotated by Muhammad Khalīl. Beirut: Dār Al-fikr.

Al-Shawkānī, Muhammad ibn ‘Alī. 1423H. *Al-Fath al-Rabbānī fī Fatāwa al-Imām al-Shawkānī.* Annotated by Abū Mus‘ab Muhammad Sabhī. Sana‘: Maktabat al-Jīl al-Jadīd.

Al-Tabaranī, Abū Al-Qāsim Sulaimān ibn Ahmad. ND. *Al-Mu‘jam al-Kabīr*. Annotated by Hamdī ibn ‘Abd al-Mājid al-Salafī. Cairo: Maktabat Ibn Taymiyyah.

Al-Tabarī, Abū Ja‘far Muhammad ibn Jarīr. 1984. *Jami‘ al-Bayān ‘An Ta’wīl Āy al-Qur’an.* Beirut: Dār al-Fikr.

Al-Tahawī, Abū Ja‘far Ahmad ibn Muhammad. 1986. *Mukhtasar al-Tahawī.* Annotated by Abū al-Wafā Al-Afghanī. Beirut: Dār Ihya al-‘Ulūm.

Al-Tanukhī, Sahnūn ibn Sa‘id ibn Habīb. 1324 H. *Al-Mudawanah.* Published by Ministry of Islamic Affairs, Endowment, Dawa and Guidance, Kingdom of Saudi Arabia.

Al-Thanvī, Za‘far Ahmad Al-‘Usmānī. 1415 H. *I‘la al-Sunan.* Pakistan: Idarat al-Qur’an wa al-‘Ulūm Al-Islāmiyyah.

Ibn ‘Ābīdīn, Muhammad ibn ‘Umar.1992. *Radd al-Muhtār ‘Ala al-Dur al-Mukhtār.* Beirut: Dār Al-Kurub Al-‘Ilmiyyah.

Ibn al-Humām, Kamal al-Dīn Muhammad ibn ‘Abd al-Wāhid. ND. *Sharh Fath al-Kadīr*. Beirut: Dār Al-Fikr.

Ibn Farhūn, Abū Abdullah Muhammad. 1301H. *Tabsirat al-Hukkām fī Usūl al-Aqdiyyah wa Manāhij al-Ahkām.* Beirut: Dār al-Kutub Al-‘Ilmiyyah.

Ibn Hanbal, Abū‘Abdullāh Ahmad bin Muhammad al-Shaibānī. ND. *Al-Musnad.* Jeddah: Dār Al-Minhāj.

Ibn Kathir, ‘Imad al-Dīn Abū al-Fidā’ Ismā‘īl. 2000. *Tafsīr al-Qur’an al-‘Azīm.* Giza: El Sheikh Sons Stationery.

Ibn Mājah , Abū ‘Abdillah Muhammad ibn Yazīd al-Rab‘ī Al-Qazwīnī. 1998. *Al-Sunan*. Annotated by Bassār ‘Awwād Ma‘rūf. Beirut: Dār al-Jail.

Ibn Manjūr, Jamāl al-Dīn Muhammad Ibn Makram. N.D. *Lisān al-‘Arab*. Beirut: Dār sādir

Ibn Nujaym, Zayn al-Dīn ibn Ibrāhīm Ibn Muhammad.1996. *Al-Bahr al-Rā’iq Sharh Kanz al-Daqāiq*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Ibn Qudāmah, Muwaffaq al-Dīn Abū Muhammad ‘Abdullah ibn Ahmad ibn Muhammad. 1997. *Al-Mughni.* Annotated by ‘Abdullah ibn ‘Abd al-Muhsin al-Turkī and ‘Abd al-Fattah Muhammad. Riyadh: Dār A‘lām al-Kutub.

Ibn Qudāmah, Muwaffaq al-Dīn Abū Muhammad ‘Abdullah ibn Ahmad ibn Muhammad. 1994. *Al-Kāfī fī Fiqh al-Imām Ahmad*

ibn Hanbal. Annotated by Mohammad Fares and Mas‘ad ‘Abd al-Hamid Al-Sadanī. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Ibn Rushd Al-Hafid, Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad. 1415H. *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtasid*. Annotated by Muhammad Sabhī Hasan Hallāq. Cairo: Maktabat Ibn Taymiyyah.

Ibn Taymiyyah, Ahmad ibn ‘Abd al-Halīm. ND. *Mazmu‘ al-Fatāwa*. Collected by ‘Abd al-Rahman ibn Muhammad ibn Qāsim. Riyadh: Ministry of Islamic Affairs, Endowment, Dawa and Guidance, Kingdom of Saudi Arabia.

Imām al-Haramain, ‘Abd al-Mālik ibn ‘Abdullah ibn Yusūf al-Jūwaynī. 2008. *Nihāyat al-Matlab fī Dirayat Al-Madhab.* Annotated by ‘Abd al-‘Aziz Mahmud. Jeddah: Dār al-Minhāj.

Imām al-Haramain, ‘Abd al-Mālik ibn ‘Abdullah ibn Yusūf al-Jūwaynī.1399H. *Al-Burhān fī Usūl al-Fiqh.* Annotated by ‘Abd al-Mājid.

Lāhem, Sulaimān ibn Ibrāhīm ibn ‘Abdullah. 2014. *Al-Tahqīq wa al-Bayān fī Ahkām al-Qur’an.* Riyadh: Dār Al-‘Āsimah.

Muslim, Abū al-‘usaīn ‘Asākir al-Dīn Muslim ibn Al-‘ajjāj, ND. *Al-Musnad Al-Sahih*. Beirut: Dār al-Arkam.

Sa‘i, Muhammad Na‘īm Muhammad Hānī. 2008. *Mawsū‘at Masāi’l al-Jumhūr fī al-Fiqh.* Cairo: Dār al-Salām.

'Us□mānī, Mu‘ammad Shafī' ibn Mu‘ammad Yāsīn. ND. *Tafsīr Ma‘ārif al-Qur’an.* Translated to Bengali by Muhiuddin Khan. Dhaka: Islamic Foundation Bangladesh.

Shabān, Zakī al-Dīn. 1971. Usūl al-Fiqh al-Islamī. Beirut: Dār al-Kutub.